চলো সোনালি অতীত পানে

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

আমীমুল ইহসান
অনূদিত

প্রকাশকের কথা

পুরো বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন-শঙ্কিত। জুলুম-নির্যাতন, হত্যা-লুণ্ঠন, ব্যভিচার-অশ্লীলতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে! এসবের অবসান হোক, এটা আমাদের সবার চাওয়া। কিন্তু আমরা কয়জন চলি সে পথে, যে পথে মানুষের জীবনের শান্তি-নিরাপত্তা রয়েছে! আমরা কি আমাদের সোনালি অতীত পানে দৃষ্টি ফিরাই? তাঁদের মতো কি হওয়ার চেষ্টার করি, যাঁদের নিয়ে আমরা গর্ব করি! আফসোস, সোনালি যুগের সেই আলোকিত মানুষদের সাথে আজ আমাদের কতই না পার্থক্য! আমরা যে কেবল নিজেদের তাঁদের উত্তরসূরিই দাবি করছি, আর পথ চলছি তাঁদের আদর্শ ভুলে! হ্যাঁ, আমরা যদি ফিরে পেতে চাই তাঁদের সময়কার মতো একটি আদর্শ সমাজ, তবে আমাদের দৃষ্টি ফিরাতে হবে সেই সোনালি অতীত পানে; নিজেদের রাঙাতে হবে তাঁদের রঙে।

প্রিয় পাঠক, সোনালি যুগের আলোকিত মানুষদের অনুপম কিছু বৈশিষ্ট্য অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম (اِنْطَلِقْ بِنَا) নামক তাঁর অনন্য সাধারণ গ্রন্থে। আপনাদের জন্যই আমরা প্রকাশ করেছি চমৎকার এ গ্রন্থটির মনকাড়া অনুবাদ '*চলো সোনালি অতীত পানে*'। ইনশাআল্লাহ গ্রন্থটি সবার জন্য উপকারী হবে।

- রফিকুল ইসলাম

চলো সোনালি অতীত পানে

বই	চলো সোনালি অতীত পানে
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আমীমুল ইহসান
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

চলো সোনালি অতীত পানে

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

প্রথম প্রকাশ
জিলহজ ১৪৪০ হিজরি / আগস্ট ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
Sijdah.com

মূল্য : ১২৪ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

আরব-বিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের এক অনন্য সাধারণ উপহার '*চলো সোনালি অতীত পানে*'। মূল আরবি নাম '*ইনতালিক বিনা*' (اِنْطَلِقْ بِنَا)। স্বল্প পরিসরের ব্যতিক্রমধর্মী এই বইয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন হাদিস ও ইতিহাসের এক ভিন্নধর্মী পাঠশালা। সিরাত, সালাফের জীবনকথা ও ইতিহাসের সুবিশাল সিন্ধু থেকে দুঃসাহসী ডুবুরির মতো বের করে এনেছেন অমূল্য সব মণিমুক্তো। জীবন-প্রাসাদে সেই রত্নগুলো কীভাবে সাজাতে হবে তার প্যাটার্নটিও তিনি এঁকে দিয়েছেন দক্ষ চিত্রকরের মতো।

বরাবরের মতো শাইখের সুখপাঠ্য গদ্য, সুগঠিত ভাষাশৈলী, প্রামাণ্য বক্তব্য, অভিনব উপস্থাপনা ও ভাবনাঋদ্ধ বিষয়বৈচিত্র্য আপনাকে চুম্বকের মতো ধরে রাখবে বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। পুরো বইটি মোট ৩৩ টি পর্বে বিন্যস্ত। প্রতিটি পর্বকে তিনি একেকটি অভিযাত্রা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি অভিযাত্রা পড়ার সময় আপনার মনে হবে লেখকের হাত ধরে আপনি সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেছেন সুদূর অতীতে সালাফের পুণ্যময় যুগে। খুব কাছ থেকে অবলোকন করছেন তাঁদের কর্মমুখর জীবন। আর লেখক তাঁদের জীবনধারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন হাতে-কলমে। কখনো তুলনা করছেন উভয় যুগের মন-মানস। দুইয়ের মাঝে টানছেন সুস্পষ্ট পার্থক্য-রেখা।

অনুবাদের সময় রচনার মূলভাবের সাথে সাথে শাইখের উচ্চাঙ্গের গদ্যমানও বাংলায় নিয়ে আসার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। সীমিত পরিসরে কিছুটা হলেও সাফল্য এসেছে আলহামদুলিল্লাহ। মূল আরবিতে কোনো পর্বেরই স্বতন্ত্র শিরোনাম ছিল না। আমরা শিরোনাম যুক্ত করে দিয়েছি। যাতে পাঠক সূচি দেখে পছন্দের পর্বটি বাছাই করতে পারেন এবং পাঠের প্রারম্ভেই সংশ্লিষ্ট পর্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগাম ধারণা পেয়ে যান।

এখানে সম্মানিত পাঠকদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, বিদগ্ধ লেখক পুরো বইতেই একটি বিশেষ প্যাটার্ন অনুসরণ করে তাঁর বক্তব্য বিন্যস্ত করেছেন। আর তা হলো, সালাফের জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের বর্তমান জীবন ও চিন্তাধারার তুলনা। তাঁদের অনুসৃত চিন্তাধারা ও জীবনপন্থার সাফল্য এবং আমাদের সামগ্রিক ব্যর্থতা ও অধঃপতনের কারণ চিহ্নিতকরণ। সর্বোপরি তাঁদের জীবন থেকে দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ। হাদিস, সিরাত ও ইতিহাস অধ্যয়নের সময় আমরাও যদি লেখকের এই প্যাটার্নটি সামনে রাখি, তাহলে আমাদের অধ্যয়ন নিঃসন্দেহে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আমীমুল ইহসান

২৮ জুন, ২০১৯ ইসায়ি

সূচিপত্র

প্রবেশিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِيْنَ

প্রিয় মুসলিম ভাই!

চলো... আমরা হাদিস ও ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টাই—মনোনিবেশ করি প্রিয়নবির সিরাত ও সালাফের জীবনী অধ্যয়নে।

চলো... সময়ের পথ ধরে হারিয়ে যাই সুদূর অতীতে, যেখানে মাথা উঁচু করে আছে ইতিহাসের আলো-ঝলমলে মিনার; দেখা যায় পুণ্যাত্মা পূর্বসূরিদের কর্মমুখর জীবন। ইমান ও সততার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত যাঁদের মনন। শতাব্দীর দেয়ালে সাঁটা যাঁদের কর্মগাথার রঙিন পোস্টার।

চলো... নবায়ন করি আমাদের ইমান। আবার জেগে উঠি নতুন প্রত্যয়ে—সুদৃঢ় সংকল্পে।

ইতিহাসের এই আলোক মিনার আমাদের চেতনার বাতিঘর—সমৃদ্ধ জীবনপথের স্বীকৃত রাহবার। ইতিহাসের বিশাল সিন্ধু থেকে মাত্র কয়েকটি বিন্দু আমরা এখানে চয়ন করার প্রয়াস পেয়েছি। নয়তো এই উম্মাহর নথিপত্রে সংরক্ষিত আছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস—মণিমুক্তোখচিত এক ঝলমলে উপাখ্যান। ইতিহাসের পাঠক ও গবেষক মাত্রই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন।

চলো... নির্জন পথের ভয়কে জয় করি। ঝেঁটিয়ে বিদায় করি যত আলস্য আর জড়তা। সকল ভেদাভেদ ছুড়ে ফেলে হই কাফেলাবদ্ধ।

একটু ভাবুন

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾

'আর অগ্রবর্তীগণই অগ্রবর্তী, ওরাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।'[১]

শাইখ আব্দুর রহমান সাদি ﷺ বলেন, 'দুনিয়ায় যারা কল্যাণের পথে অগ্রবর্তী, আখিরাতে তারাই জান্নাতে প্রবেশে অগ্রবর্তী।'

এই গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লোকেরাই জান্নাতুন নাইমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হবেন। অধিষ্ঠিত হবেন মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে। বেহেশতের সুউচ্চ মহলের চূড়ায় নয়, একেবারে চূড়ান্তেই হবে তাদের অবস্থান।

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾

'তাঁদেরকেই আল্লাহ তাআলা পথ দেখিয়েছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ করো।'[২]

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত। যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল।'[৩]

১. সুরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১০।
২. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৯০।
৩. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ২৪।

অভিযাত্রা - ১

কুরবানি ও আত্মত্যাগ

প্রিয় ভাই!

চলো...

এবার আমরা যাত্রা করব দাওয়াহর সূচনাকালে। রিসালাতের ঊষালগ্নে। প্রাণভরে দেখব, কেমন ছিল তাঁদের কুরবানি ও আত্মত্যাগ। কেমন ছিল তাঁদের ধৈর্য ও সহনশীলতা।

আজ শোনাব এমন এক উম্মাহর ইতিহাস, পৃথিবীর বিস্তৃত আকাশে যারা উড়িয়েছিল জিহাদ ও দাওয়াহর বিজয় নিশান।

এই উম্মাহর নবি মুহাম্মাদ ﷺ একবার সাহাবায়ে কিরামের বড় একটি কাফেলা নিয়ে সফরে বের হন। সঙ্গে আছে একটি মাত্র উট, যাতে তাঁরা পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছেন। পথ বিপদসংকুল। বাহন স্বল্প। পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হচ্ছে দীর্ঘ প্রান্তর। বন্ধুর পথে ক্ষতবিক্ষত তাঁদের পা। পাথরের আঁচড়ে নখ খসে পড়ার উপক্রম। কিন্তু বিরাম নেই মুবারক এই কাফেলার যাত্রায়। অবিরাম এগিয়ে চলছে গন্তব্যের উদ্দেশে।

আবু মুসা আশআরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অভিযানে বের হই। সংখ্যায় আমরা ছয় জন। বাহন হিসেবে আছে একটি মাত্র উট। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে সওয়ার হচ্ছি। (নগ্নপদে দীর্ঘ সফরের কারণে) আমাদের পা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। আমার পাও জখমি হয়। নখগুলো খসে পড়ে। বাধ্য হয়ে আমরা পায়ে কাপড়ের নেকড়া জড়িয়ে নিই...।'[৪]

....

৪. সহিহুল বুখারি : ৪১২৮, সহিহু মুসলিম : ১৮১৬।

এই হলো উম্মতের নবি ও তাঁর সাহাবিদের আত্মত্যাগের একটি নমুনা! আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবির ওপর সালাত ও সালাম নাজিল করুন। তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবিদের ওপর সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে, আসমানের বিশালতায় কালিমার ঝান্ডা উড্ডীন করতে তাঁরা শত-শত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এই হলো কেবল একটিমাত্র যুদ্ধের ছোট্ট একটি দৃশ্য।

হে মুসলিম!

দাওয়াতের কাজে বের হয়ে, দ্বীনের প্রচার করতে গিয়ে তুমি কেমন কষ্ট সহ্য করেছ?

আজ এতটুকুই। এবার তোমার কারগুজারি শোনাও দেখি। তুমি কী কী কুরবানি পেশ করেছ, একটু বলো। দ্বীনের জন্য তোমার এই নীরব ভূমিকায় কি তুমি লজ্জিত নও?

অভিযাত্রা - ২

বিজয়ের পথে যাত্রা

আল্লাহ তাআলার একটি চিরায়ত বিধান হচ্ছে, ইসলাম ও কুফরের পারস্পরিক সমীহের কোনো অবকাশ নেই। উভয়ের সম্মিলন বা সহাবস্থানেরও কোনো সুযোগ নেই। এটি তো দুর্বল ও শক্তিহীন পর্যায়গুলোর কথা। অন্যথায় সাধারণত হক ও বাতিলের সংঘাত, ইসলাম ও কুফরের সংঘর্ষ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। সূচনাকাল থেকেই এই দ্বীনকে লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে অসংখ্য তির, তাক করা হচ্ছে অগণিত ধারালো বর্শা। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে কখনো শ্লথ হয়ে আসে দ্বীনের অগ্রগতি। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দ্বীন আবার ফিরে পায় তার সহজাত চলৎশক্তি। দ্বীনের এই পুনরুত্থান ও পুনর্যাত্রা নির্ভর করে দ্বীনের পতাকাবাহীদের ত্যাগ ও কুরবানির ওপর।

কুফরিশক্তি চায় এই দ্বীনকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে। এই লক্ষ্যে তারা প্রণয়ন করেছে হাজারো নীলনকশা। ছড়িয়ে দিয়েছে ষড়যন্ত্রের কুটিল জাল। দ্বীনের প্রাসাদ ধসিয়ে দিতে তাবৎ কুফরিশক্তি একযোগে আঘাত করছে। মুখের ফুৎকারে তারা নিভিয়ে দিতে চায় সত্যের আলো। যত উপায়-উপকরণ আছে, যত কৌশল ও পদ্ধতি হতে পারে সবই তারা পরীক্ষা করে দেখেছে। তবুও তারা ইসলামের পুনরুত্থান ঠেকাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তাদের চোখের সামনেই দ্বীনের সবুজ বৃক্ষ পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠছে; চারদিকে ডালপালা বিস্তার করে মহিরুহে রূপ নিচ্ছে।

এবার চলো... চলমান দিনগুলোর দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। বর্তমানে যখন গোটা মুসলিম-বিশ্বের ওপর কাফির রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে। ক্রমশ বাড়ছে তাদের অবরোধের পরিধি। পরিণামে ধ্বংস হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কৃষি ও শিল্প খাতসমূহ। মুসলমানদের বংশবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। ব্যাপকহারে মারা পড়ছে রোগীরা। অপুষ্টিতে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। গর্ভপাতের হার বেড়ে গেছে বহুগুণে। উৎপাদনের সূচক

ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। খেতখামারগুলো শুকিয়ে গেছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে।

এই রজনীর সাথে বিগত রজনীর কতই না মিল!

কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কুরাইশের কেউ তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না; তাদের সঙ্গে কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন করবে না; ক্রয়-বিক্রয় করবে না; তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি করবে না; তাদের প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি দেখাবে না—যতক্ষণ না তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কুরাইশের হাতে সোপর্দ করে। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে শিআবে আমিরে বা আমিরের ঘাঁটিতে প্রায় তিন বছর অবরুদ্ধ করে রাখে। সঙ্গে ছিল বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব। এই দিনগুলো তারা অনেক কষ্টে পার করে। অনাহারে অর্ধাহারে তাদের দিন কাটে। ঘাঁটিতে খাবার আসার প্রকাশ্য সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। কেউ কিছু পাঠাতে চাইলে বেশ গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হতো। ক্ষুধার্ত শিশুদের আর্তনাদ ও নারীদের আহাজারি অনেক দূর থেকেও শোনা যেত। অবস্থা এতই করুণ হয়ে ওঠে যে, তারা গাছের পাতা ও পশুর চামড়া খেতে বাধ্য হয়।

কঠিন অবরোধ, তুমুল সংঘাত ও চরম দুর্ভোগের পর এই সংকীর্ণ ঘাঁটি থেকে উৎসারিত হয় আসমানি আলোকের প্রবহমান ঝরনাধারা। সত্যের আলোয় প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ আরবের প্রতিটি ঘাঁটি। অভাবের সময় ক্ষুধার তাড়নায় যারা গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাদের আয়ত্তে আসে কিসরার রাজকোষাগার—হস্তগত হয় কায়সারের সমৃদ্ধ ধনভান্ডার।

আজও প্রতীক্ষা করি, কবে মুসলমানরা প্রত্যাবর্তন করবে সঠিক পথে; কবে তারা পরিপূর্ণভাবে সিরাতে মুসতাকিমের অনুসরণ করবে। **কবে হবে অভিযাত্রা বিজয়ের পথে?**

অভিযাত্রা - ৩

দ্বীনের কল্যাণে সাদাকা

'*উসরাহ* ম্যাগাজিনের ৭০তম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের মেয়েরা কেবল ১৯৯৭ সালেই তিন বিলিয়নের অধিক রিয়াল ব্যয় করেছে শুধু পারফিউমের পেছনে। ১৫ মিলিয়ন রিয়াল খরচ করেছে হেয়ার কালারিং-এ। ফ্যাশন ও সাজসজ্জার বিকার তাদের বিবেকগুলোকে বেকার করে দিয়েছে। তাদের আর্থিক সচ্ছলতার বারোটা বাজিয়েছে।'

এই বিশাল অঙ্কের অর্থের অপচয় রীতিমতো ভয়ানক ব্যাপার। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই অহেতুক অপচয়ে ইসলামের কী কল্যাণ সাধিত হয়েছে?

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!!

চলো... ফিরে যাই অতীতে। দেখে আসি সিদ্দিকে আকবার ﵁-এর কন্যা আসমার অবস্থা—ইসলামের প্রতি তার হৃদয়ে কেমন ভালোবাসা ছিল। ইসলামের কল্যাণের জন্য তার কেমন ফিকির ছিল। কীভাবে তিনি তার কোমরবন্ধনী দ্বীনের খিদমতে পেশ করলেন। তার সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান বন্ধনী তিনি কীভাবে দুটুকরো করে ফেললেন।

আসমা ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ও আমার আব্বু আবু বকর যখন মদিনা যাওয়ার মনস্থ করেন, আমি তাঁদের জন্য সফরের খাবার তৈরি করি। তারপর আব্বুকে বলি, খাবারের পুটলির মুখ বাঁধার জন্য তো কিছুই পাচ্ছি না। আমার এই কোমর বাঁধার ফিতা ছাড়া কিছুই নেই ঘরে। তিনি বলেন, "তাহলে সেটিই দুটুকরো করো।" আমি তা-ই করি। তখন থেকে আমার নাম হয়ে যায়, দুই ফিতাওয়ালি।'[৫]

....

৫. সহিহুল বুখারি : ২৯৭৯।

আজকের মুসলিম মহিলাদের বলতে চাই—কেউ কি আছে তোমাদের মধ্যে, যে তার প্রিয় কোনো বস্তু আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করবে; দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে সাহায্য করবে; ফকির ও মিসকিনদের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসবে?

আমি তোমাকে বলছি না, তোমার কোমরের বন্ধনী ছিঁড়ে ফেলো। বরং তুমি পরিমিত পরিমাণ ব্যয় করো এবং অতিরিক্ত অংশ সেদিনের জন্য সঞ্চয় করো, যেদিন আতঙ্কে তোমার চোখ বিস্ফোরিত হওয়ার উপক্রম হবে।

অভিযাত্রা - ৪

অনুপম আনুগত্য

এমন এক সময়ে এসে আমরা উপনীত হয়েছি, যখন দ্বীনের শত্রুদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ক্রমশ ভারী হচ্ছে বিবাদকারীদের দল। মূর্খ লোকেরা নিপতিত হচ্ছে ফিতনায়। দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কোনোরূপ বিবেচনা না করেই মানুষ যাকে ইচ্ছা অনুসরণ করছে। ফলে তাদের অন্তরে বাসা বেঁধেছে হাজারো সংশয় ও সন্দেহ। প্রবৃত্তির মোলায়েম হাওয়ার মৃদু ঝাপ্টা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে অস্থির ও চঞ্চল করে তুলেছে। ফলে তাদের চেতনায় দানা বেঁধেছে ইসলামের আংশিক ও খণ্ডিত ধারণা। আর সমাজ-জীবনে গিয়ে ইসলাম শিকার হয়েছে চরম অবহেলার। জনসাধারণ সর্বান্তকরণে প্রবৃত্তির অনুকূল বস্তুর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। সবাই অন্ধের মতো ছুটতে শুরু করেছে ভ্রান্তির পেছনে।

চলুন... এবার আপনাদের নিয়ে যাব প্রিয়নবির প্রিয় শহরে। দেখাব কিছু বিস্ময়কর দৃশ্য।

কী আশ্চর্য আনুগত্য! কী অনুপম সন্তুষ্টি!! কেমন অবাক করা আদেশ পালন!!! কোনো ভাবনা নেই, সংশয় নেই, বিলম্ব নেই, ইতস্তত ভাবও নেই।

বারা ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় আসেন, তখন প্রথম ষোলো কি সতেরো মাস সালাত আদায় করেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে। কিন্তু তিনি মনে মনে কাবার দিকে মুখ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করেন :

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾

"আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেবো, যাকে আপনি পছন্দ করেন।"[৬]

এই আয়াতের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করে। তারপর সে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়ে। পথিমধ্যে সে এক আনসার গোত্রের দেখা পায়। তারা আসরের সালাত আদায় করছিল। লোকটি এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত পড়ে এসেছে আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কাবার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই সাক্ষ্য শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো জামাআত কাবার দিকে রুকু অবস্থাতেই ঘুরে যায়।'[৭]

সুবহানাল্লাহ! রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্যে তাঁরা কত তৎপর! কত দ্রুত তাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ পালন করেন! রাসুলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে একটি খবর শুনেছেন মাত্র, নির্দ্বিধায় তাঁরা মেনে নিয়েছেন। একটু ইতস্ততও করেননি। রুকু থেকে মাথা ওঠানোর অপেক্ষা পর্যন্ত করেননি। বরং তৎক্ষণাৎ তাঁরা রুকু অবস্থাতেই মহিমান্বিত কাবার দিকে ঘুরে যান, যেদিকে তাঁদের পরম আদর্শ রাসুলুল্লাহ ﷺ ফিরেছেন।

তাঁদের অনুপম আনুগত্য ও সন্তুষ্টির আরও একটি দৃশ্য দেখো।

সাহাবিগণ ক্ষুধার্ত। ডেগে গাধার গোশত সিদ্ধ হচ্ছে। সবাই অপেক্ষা করছে, কবে রান্না শেষ হবে। সহসা গাধার গোশত হারাম হওয়ার ঘোষণা এলো। তো কেমন ছিল তাঁদের প্রতিক্রিয়া?

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন, 'এক ব্যক্তি এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, "গাধাগুলো[৮] খেয়ে ফেলা হচ্ছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ কিছুই বললেন না। লোকটি দ্বিতীয় বার এসে বলল, "গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে।" তিনি এবারও

---

৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৪৪।

৭. সহিহুল বুখারি : ৭২৫২।

৮. যুদ্ধে গনিমত হিসেবে পাওয়া গাধা।

চুপ রইলেন। লোকটি তৃতীয় বার এসে বলল, "গাধাগুলো শেষ করে ফেলা হচ্ছে।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে এক ঘোষক ঘোষণা করল :

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে ডেকচিগুলো উল্টে দেয়া হলো। অথচ তখন ডেকচিতে গোশত সিদ্ধ হচ্ছিল।'[৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাচ্চা অনুসারী এই মহান লোকগুলো নির্দেশ শোনার পর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করানোর কোনো চিন্তাই করেননি। কোনো ধরনের সুযোগ ও উপায়ের সন্ধানও করেননি। জানতে চাননি বিশেষ কোনো ছাড় আছে কি না। অথচ তখন তাঁরা ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ ছিলেন। এদিকে খাবারও প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছিল। এর অন্যথাও-বা কীভাবে হতে পারে? কারণ তাঁরা ভালোভাবে জানতেন যে, ভালোবাসার অন্যতম মূলনীতি হলো, প্রেমিককে প্রতিটি কাজে প্রেমাস্পদের অনুগামী হতে হবে।

এই দ্বীনের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের অগণিত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়, যা মুমিনদের অন্তরে ইমানের গভীরতা ও হৃদয়ে ইসলামের পরিশুদ্ধতার পরিচয় বহন করে।

আনাস رضي الله عنه বলেন, 'একদিন আমি আবু তালহার ঘরে মেহমানদের মদ পরিবেশন করছিলাম। সেদিন মদের পদ ছিল "ফাদিখ"[১০]। ইত্যবসরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করল :

أَلَا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ

"সাবধান! মদ হারাম হয়ে গেছে।"

....

৯. সহিহুল বুখারি : ৪১৯৯।

১০. খেজুর থেকে তৈরি বিশেষ ধরনের মদ।

ঘোষণা শুনেই আবু তালহা আমাকে বললেন, "বের হও, সব মদ রাস্তায় ঢেলে দাও।" আমি বের হয়ে সব ঢেলে দিলাম। মদিনার অলিগলিতে বয়ে গেল শরাবের স্রোত।'[১১]

হাফিজ ইবনে হাজার ﵀ বলেন, 'হাদিস থেকে বোঝা যায়, ঘোষণা শোনার পর মুসলমানরা সবাই যার যার কাছে থাকা মদ রাস্তায় ঢেলে দেয়। ফলে মদিনার অলিগলি ভেসে যায়।'[১২]

কেউ কোনো বাদানুবাদ করেনি; ইতস্ততও করেনি; কোনো ধরনের ব্যাখ্যাও জানতে চায়নি।

ইমাম বুখারি ﵀ আনাস বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আবু তালহা ও কিছু অতিথিকে মদ পরিবেশন করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, "তোমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে?" তারা জানতে চাইলেন, "কোন খবরের কথা বলছ?" সে বলল, "মদ হারাম করা হয়েছে।"

উপস্থিত সবাই আমাকে বললেন, "আনাস! এই মটকাগুলো উল্টে দাও।"

লোকটির এই খবর শোনার পর কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেনি। কেউ মদপানে প্রবৃত্তও হয়নি।'[১৩]

কী বিস্ময়কর আনুগত্য!

কী অদ্ভুত আত্মসমর্পণ!!

আজ একজন ধূমপায়ীর সঙ্গে আলোচনা করে দেখো; তোমাকে সে প্রশ্ন করবে, অনেক বছর থেকে আমি ধূমপান করে আসছি; এই অভ্যাস কীভাবে ছাড়ব? একজন গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলো; সে বলবে, এই কাজ না করে আমি কীভাবে থাকব? এটি কীভাবে সম্ভব?

তুমি যদি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো, তবে দেখবে তাদের হায়াতের হাকিকত ও চিন্তাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতের কত বিশাল পার্থক্য!

....

১১. সহিহুল বুখারি : ২৪৬৪।

১২. ফাতহুল বারি : ১০/৩৯।

১৩. সহিহুল বুখারি : ৪৬১৭।

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

'মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে তাদের আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।'[১৪]

বর্তমানে তুমি যদি কারও বিবেকে নাড়া দিয়ে হৃদয়ে ঝাঁকি দিয়ে বলো, টিভির এই রঙিন পর্দা ও তাতে সিনেমা দেখা সম্পূর্ণ হারাম। সে বলবে, হ্যাঁ, হারামই তো। কিন্তু এর বিকল্প কী আছে?

কী আশ্চর্য!

কোথায় পূর্বসূরি আর কোথায় উত্তরসূরি!!

কোথায় সেই আনুগত্য আর কোথায় সেই আত্মসমর্পণ!!!

দ্বীনের অনুসরণ ও হারাম বর্জনের জন্য কী বিকল্প থাকা শর্ত?

চলো... আমরা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করি এবং আত্মাকে পবিত্র করে তুলি। ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করতে হলে, আল্লাহর আনুগত্যের সুখ অনুভব করতে হলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে আমাদের অবশ্যই আত্মসংশোধনের দিকে মনোযোগী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾

'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির উপায় বের করে দেন।'[১৫]

---

১৪. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৫১।

১৫. সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ২।

অভিযাত্রা - ৫

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা

ইতিহাসের কোনো বাঁকেই মুসলিম উম্মাহ এত হীনতা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়নি; কাফিরদের প্রতি এতটা নির্লজ্জ ভালোবাসাও কোনো কালে তারা পোষণ করেনি, যতটা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি দেখো না, কত মুসলিম ঘুরতে যায় কাফির দেশগুলোতে আর তাদের চালচলন দেখে মুগ্ধ হয়; কথাবার্তায় তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে; তাদের কথাগুলোই বারবার আওড়াতে থাকে? মুসলিম লেখক ও সাংবাদিকরা কি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুণগান গেয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো করছে না? মুসলিম মেয়েরা কি অন্ধের মতো তাদের অনুকরণ করছে না? চালচলন, পোশাক-আশাক, হেয়ার কাটিং সবকিছুতেই কি তারা পশ্চিমা বেহায়া সংস্কৃতির অনুসরণ করছে না?

এই নির্লজ্জ গোলামির মৌলিক কারণ হলো তাদের পরাজিত মানসিকতা, বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার বিস্মৃতি এবং দ্বীনি শিক্ষার অভাব। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের অন্তর থেকে মুছে গেছে 'ওয়ালা-বারা'র[১৬] মতো গুরুত্বপূর্ণ আকিদা। ফলে হুমকির মুখে পড়েছে তাদের দ্বীনি স্বাতন্ত্র্যবোধ।

এবার তোমাকে নিয়ে যাব, বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইমাম তাবারি ﵀-এর দরবারে। তাঁর মুখ থেকে শুনব অসাধারণ একটি কাহিনী—যার ভাঁজে ভাঁজে তুমি খুঁজে পাবে শ্রেষ্ঠত্ব, নেতৃত্ব, গৌরব ও মর্যাদার অগণিত অনুভূতি।

মুসলিম সেনাবাহিনী যখন ইয়ারমুক প্রান্তরে অবতরণ করে, তখন তারা কাফিরদের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠায়—'আমরা তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করতে চাই। আমাদেরকে তার কাছে যেতে দাও; যাতে আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারি।'

....

১৬. আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা। এর মর্মকথা হলো, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী স্থাপন এবং কাফিরদের সঙ্গে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ। (অনুবাদক)

বার্তাটি সেনাপতির কাছে পৌঁছলে সে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়।

মুসলমানদের দূত হিসেবে আবু উবাইদা ও ইয়াজিদ বিন আবু সুফইয়ান সেনাপতির সঙ্গে মুলাকাত করতে যান। প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন হারিস বিন হিশাম, জিরার বিন আজওয়ার এবং আবু জানদাল বিন সুহাইল ﷺ। সেনাপতি ছিলেন সম্রাটের ভাই। তার অধীনে ত্রিশটি তাঁবু এবং ত্রিশটি শামিয়ানা ছিল। সবগুলো ছিল রেশমের তৈরি।

তাঁবুর কাছে এসে মুসলিম প্রতিনিধি দল ভেতরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাঁরা বলেন, 'আমরা রেশমকে বৈধ মনে করি না। সুতরাং আপনি বাইরে বেরিয়ে আসুন।' সেনাপতি বেরিয়ে আসে এবং বাইরে পাতা ফরাশে বসে। খবরটি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছলে সে বলে, 'আমি কি তোমাদের বলিনি তাদের ব্যাপারে? এটি আমাদের জন্য প্রথম লাঞ্ছনা। আর শামে কোনো অকল্যাণ নেই। দুর্ভোগ রুমের জন্য এই অশুভ নবজাতকের কারণে!'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবিগণ বলেন, 'আমরা এই তাঁবুতে প্রবেশ করা বৈধ মনে করি না।' সেনাপতি তাঁদের জন্য রেশমের বিছানা বিছিয়ে দেয়ার আদেশ দেয়। তাঁরা উভয়ে বলেন, 'আমরা এতেও বসব না।' অবশেষে সাহাবিগণ যেখানে চাইলেন, সেখানেই তাকে বসতে হলো।[১৭]

আফসোস! আজ উম্মাহর ওপর লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে অনেক দুর্ভাগা মুসলমান আজ কাফির দুশমনদের পছন্দের জায়গায় গিয়ে বসছে।

মুসলমানদের এই কাফেলা কবে গিয়ে মিলিত হবে সেই সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের শোভাযাত্রায়, যার অগ্রভাগে আছেন আমাদের মহান সালাফ? তোমার কী মনে হয়?

অভিযাত্রা - ৬

হিজাব

এই যুগের নারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। অনেক নারী আছে, যারা দুদণ্ড ঘরে টিকতে পারে না। এই ঢুকছে তো এই বের হচ্ছে। কোথাও যেন তাদের স্থির হয়ে বসার জো নেই। কেউ কেউ আবার বোরকার ভেতর শয়তান পোষে। তারা বোরকাগুলোকে ঝলমলে ও চটকদার করে তোলে। ফলে এগুলোই ফিতনার কারণ হয়। তাদের পোশাকে, আচরণে কিংবা পানাহারে ইসলামি শিক্ষার কোনো চিহ্নই তোমার চোখে পড়বে না।

থাক্ হাল জামানার নারীদের কথা—অবশ্য তাদের মধ্যে অনেক নেককার মহিলাও আছে, যাদের দেখে মুসলমানদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। চলো সালাফের যুগে। কেমন ছিল সোনালি যুগের নারীরা...?

আবু উসাইদ আনসারি ﵁ বর্ণনা করেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দেখেন, রাস্তায় পুরুষ আর মহিলা মিলেমিশে হাঁটছে। এই অবস্থা দেখে তিনি মহিলাদের উদ্দেশে বলেন :

اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ

"তোমরা পেছনে হটে যাও। তোমাদের রাস্তার মাঝ বরাবর চলা উচিত নয়। তোমরা বরং রাস্তার একপাশ দিয়ে চলবে।"'[১৮]

এরপর থেকে মহিলারা এতটা দেয়াল ঘেঁষে চলাচল করত যে, তাদের কাপড় দেয়ালে লেপ্টে যেত।

....

১৮. সুনানু আবি দাউদ : ৫২৭২।

উম্মুল মুমিনিন সাওদা ﷺ-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি অপর বিবিদের মতো হজ ও উমরা করেন না কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হজ ও উমরা দুটোই করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করার হুকুম দিয়েছেন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর কসম! তিনি কখনো ঘর থেকে বের হননি। শেষ পর্যন্ত ইনতিকালের পর তাঁর জানাজাই বের করা হয়েছে।'[১৯]

আবু বকর ইবনুল আরাবি ﷺ তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লেখেন, 'আমি এই বিশাল অঞ্চলের এক হাজারেরও অধিক গ্রামে প্রবেশ করেছি, কিন্তু নাবলুসের নারীদের চেয়ে অধিক পর্দানশিন ও সংযমী নারী আমার চোখে পড়েনি। এই নাবলুস নগরীতেই ইবরাহিম ﷺ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে আমি একমাস অবস্থান করি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি দিনে রাস্তায় কোনো মহিলা দেখিনি। তবে জুমাবার তারা বের হতো। রাস্তাঘাট ভরে যেত প্রচুর নারী সমাগমের কারণে। জুমার সালাত শেষে তারা আবার ঘরে ফিরে যেত। পরের জুমাবার পর্যন্ত আমার চোখ আর কোনো নারীর দেখা পেত না।'

আফসোস! বর্তমানে নারীদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ইসলামি সংস্কৃতির প্রাচীর আজ ধসে পড়েছে। আর কতকাল মুসলিম নারীরা পুরুষদের সামনে মূর্তিমান ফিতনা হয়ে বিরাজ করবে? আর কতকাল তারা নিজেদেরকে মানুষরূপী পশুগুলোর লোলুপ শিকারে পরিণত করবে? যদি কোনোভাবে তারা বেঁচেও যায়, কিন্তু বেচারা মুসলিম যুবক তো ফিতনা থেকে বাঁচতে পারবে না।

আজ পবিত্রতা সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। লজ্জাশীলতা স্বয়ং লজ্জায় আত্মগোপন করেছে। সংযম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উম্মাহর বৃহত্তর অংশের চরিত্রে আজ এই গুণগুলো অনুপস্থিত। তবে হাঁ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত যেসব পুণ্যবতী মুমিন নারীদের আল্লাহ তাআলা রহম করেছেন, তাদের কথা ভিন্ন। এমন নেককার নারীদের আমাদের মা, বোন ও স্ত্রী বানিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের সম্মানিত করেছেন। (আমিন)

....

১৯. কুরতুবি : ১৮০/১৪।

অভিযাত্রা - ৭

জান্নাতের দরোজা

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর উদ্দেশে মুসলমানদের অগ্রযাত্রার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। দ্বীনের ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরার আগ্রহে ভাটা পড়েছে। মুজাহিদদের দলে শামিল হওয়ার সাহস ও প্রত্যয়ও মরে গেছে। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ কখনো জিহাদ করল না কিংবা জিহাদের নিয়তও করল না, সে মুনাফিকের হালতে মৃত্যুবরণ করল।'[২০]

চলো... এবার আমরা প্রবেশ করব দাওয়াত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার এক মহিমান্বিত দুর্গে। আর তা হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

আবু কাতাদা ﷺ বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ আলোচনা করার জন্য তাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর ওপর ইমান আনা হচ্ছে সর্বোত্তম আমল।" তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, এটি কেমন কথা! আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হই, তবে আমার পাপরাশি কি মুছে দেয়া হবে?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ

"হাঁ, মুছে দেয়া হবে—তুমি যদি ধৈর্যের সাথে নেকির আশায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে মুখোমুখি যুদ্ধ করে শহিদ হও।"[২১]

---

২০. সহিহু মুসলিম : ১৯১০।

২১. সহিহু মুসলিম : ১৮৮৫।

তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (كَيْفَ قُلْتَ) "তুমি কী বললে যেন?" সে বলল, "আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হই, তবে আমার পাপরাশি কি মুছে দেয়া হবে?" তিনি উত্তর দিলেন :

نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي ذَلِكَ

"হ্যাঁ, তুমি যদি ধৈর্যের সাথে নেকির আশায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে মুখোমুখি যুদ্ধ করে যদি শহিদ হও। তবে ঋণের কথা আলাদা। কেননা, জিবরাইল ﷺ আমাকে এমনটি বলেছেন।"'

জাবির ﷺ বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল, শহিদ হলে আমি কোথায় যাব?" তিনি উত্তর দিলেন, (فِي الْجَنَّةِ) "জান্নাতে।" তার হাতের মুঠোয় কিছু খেজুর ছিল। সেগুলো সে ছুড়ে ফেলল। তারপর যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেল।'[২২]

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ বদর অভিমুখে রওনা হলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। এরপর মুশরিকরাও এসে পৌঁছল। তিনি সাহাবিদের বললেন :

لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ

"তোমাদের কেউ যেন কোনো কিছুর দিকে অগ্রসর না হয়, যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি।"

তারপর মুশরিকরা কাছে এসে গেল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

"চলো সেই জান্নাত অভিমুখে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান।"

....

২২. সহিহু মুসলিম : ১৮৯৯।

সাইয়িদুনা উমাইর বিন হুমাম আনসারি ﵁ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, (نَعَمْ) "হ্যাঁ।" উমাইর ﵁ বললেন, "বাহ, বাহ!!!" রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন :

مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟

"তুমি বাহ বাহ বললে কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আর কিছু নয় হে আল্লাহর রাসুল, আমি এই আশায় বলেছি যে, সে জান্নাতিদের আমিও একজন হব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হলো :

فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا

"তুমি তো সেই জান্নাতিদের দলেই পড়েছ!"

এ কথা শুনে তিনি তূণীর থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এই খেজুরগুলো খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি—এ তো অনেক লম্বা জিন্দেগি!" এই বলে তিনি সবগুলো খেজুর ছুড়ে ফেললেন এবং কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।'

জিহাদি জাতির সোনালি ইতিহাসের বিস্তৃত ভান্ডার থেকে কেবল তিনটি ঘটনা তুলে ধরলাম। আমাদের উচিত এই ইতিহাসগুলো অধ্যয়ন করা এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা করা। তারপর উম্মতের বর্তমান লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করা—কেন তারা লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের শিকার!

অপূর্ব শাহাদাত

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'একবার কতিপয় লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলে, 'কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাদের সাথে কিছু লোক পাঠান। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের সঙ্গে সত্তর জন আনসারি সাহাবি পাঠিয়ে দেন। তাঁরা 'কুররা' বা কুরআনের কারি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাদের মধ্যে আমার মামা হারামও ছিলেন। তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রাতে কুরআন অধ্যয়ন ও শিক্ষা-দীক্ষায় নিমগ্ন থাকতেন। দিনের বেলা পানি এনে মসজিদে রাখতেন; লাকড়ি সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন এবং সুফফাবাসী ও ফকিরদের জন্য খাবার কিনতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এই সাহাবিদেরকেই ওই লোকদের সঙ্গে পাঠান। পথিমধ্যে তারা সাহাবিদের ওপর চড়াও হয় এবং গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই তাঁদের হত্যা করে। (মৃত্যুর সময়) তাঁরা দোয়া করে :

اللهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا

"হে আল্লাহ! আমাদের নবির কাছে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন যে, আমরা আপনার সঙ্গে মুলাকাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আর আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আপনিও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

এক ব্যক্তি আনাসের মামা হারাম বিন মিলহানের পেছনে এসে তাঁর দিকে বর্শা ছোড়ে। তাঁর শরীরে বর্শাটি গেঁথে যায়। তিনি বলে ওঠেন :

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

"কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফল হয়েছি।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের বলেন :

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوْا وَإِنَّهُمْ لَقَالُوْا: اللهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا

"তোমাদের ভাইগণ শহিদ হয়েছেন। আর অন্তিম মুহূর্তে তাঁরা বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমাদের নবির কাছে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন যে, আমরা আপনার সঙ্গে মুলাকাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আর আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আপনিও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।"'[২৩]

প্রিয় ভাই!

এই যে হারাম বিন মিলহান ﷺ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলছেন, 'কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফল হয়েছি'—এটি কেবল সেই ইমানের কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, যাকে পুঁজি করে তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন শাহাদাতের বিরল সৌভাগ্য।

আজ আমরা কত দূরে হারাম বিন মিলহান ও তাঁর আদর্শ থেকে!!!

কবে আসবে আমাদের জীবনে সাফল্যের সেই দিন?

তাঁর মতো সৌভাগ্যবান কি আমরাও হতে পারব?

অভিযাত্রা - ৯

কিশোর মুজাহিদ

মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যৌবনকাল। জীবনের উর্বর জমিতে কর্মের চাষ ও ফসল উৎপাদনের এটিই সুবর্ণ সময়। অফুরন্ত উদ্যম ও বিপুল কর্মতৎপরতায় সাফল্যের সোনালি ফসল ঘরে তোলার এটিই আসল মৌসুম।

যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে যত জাতির উত্থান ঘটেছে, যুবকদের উদ্যম ও সাহসের ওপর ভর করেই ঘটেছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলিম তারুণ্য বিভ্রান্তি ও অবক্ষয়ের মরণ উপত্যকায় উদভ্রান্তের মতো ঘুরে ফিরছে। আল্লাহর বিশেষ রহমপ্রাপ্ত হাতে গোনা কতিপয় যুবকই কেবল এই পদস্খলন থেকে রক্ষা পাচ্ছে। আজ তাদের প্রিয় কাজ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা দ্বীনি ইলম অর্জন কিংবা আত্মোন্নয়ন নয়। তারা ছুটে চলছে সঙ্গীত ও নৃত্যের পেছনে। অশ্লীল সুর ও বাদ্যই এখন তাদের প্রিয় বস্তু। তুমি যদি এই লজ্জার প্রমাণ চাও তো সমকালীন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখো। তুমি আশ্চর্য হয়ে দেখবে, অসংখ্য তরুণ-তরুণীর অবাধ পত্রমিতালি ও পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দুর্নিবার বাসনা।

যদি হৃদয়কে শীতল করতে চাও, তো চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে নিয়ে যাব ইসলামের প্রথম যুগে—যখন তরবারি ছিল মুসলিম তরুণদের প্রেমাস্পদ আর জিহাদ ছিল তাদের শখ ও অভিরুচি।

ইমাম বুখারি ﷺ তাঁর বিখ্যাত হাদিস-সংকলন সহিহুল বুখারিতে উল্লেখ করেন, আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বর্ণনা করেন, 'বদর যুদ্ধের দিন আমি (মুজাহিদদের) সারিতে দাঁড়িয়ে আছি। ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখি, আমার দুপাশে সদ্য যৌবনে পা রাখা দুজন আনসারি কিশোর। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি এদের চেয়ে শক্তিশালীদের মাঝে অবস্থান করি। তাদের একজন আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলে :

- চাচা! আপনি আবু জেহেলকে চেনেন?
- হাঁ, চিনি! কিন্তু ভাতিজা তুমি আবু জেহেলকে খুঁজছ কেন?
- শুনেছি সে রাসুলুল্লাহকে গালি দেয়। ওই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাকে যদি আমি দেখি, তবে অতক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত—তার মৃত্যু না হয়ে যায়।

তার এমন সংকল্প দেখে আমি বিস্মিত হই। তারপর অপর কিশোর আমাকে ইশারা করে ঠিক একই কথা বলে। আমি আবু জেহেলকে খুঁজতে থাকি। পরক্ষণেই দেখতে পাই, সে সৈন্যদলের মাঝে চক্কর দিচ্ছে। আমি তাদের বলি, "ওই দেখো সেই ব্যক্তি, যার কথা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছ।" মুহূর্তেই তারা আবু জেহেলের দিকে ছুটে যায় এবং তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। তারপর তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে আবু জেহেলের নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়। তিনি জানতে চান, "তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?" উভয়েই বলে, "আমি হত্যা করেছি।" তিনি জিজ্ঞেস করেন, (هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا) "তোমরা কি তরবারি মুছে ফেলেছ?"

তারা বলে, "নাহ, মুছিনি।" তিনি উভয়ের তরবারি দেখে বলেন, (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ) "তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। অবশ্য তার কাছ থেকে প্রাপ্ত মালামাল মুআজ বিন আমর বিন জামুহই পাবে।" তাঁরা দুজন হলেন মুআজ বিন আফরা ও মুআজ বিন আমর বিন জামুহ ﷺ।'[২৪]

সম্মানিত মা-বাবাদের বলছি। আপনারা নতুন প্রজন্মকে কীসের চেতনায় বড় করে তুলছেন? তাদের হৃদয়ের জমিতে কীসের বীজ বপন করছেন? আপনার সন্তান আপনার কাছে আমানত। তাদের ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। কিয়ামতের দিন আপনাকে সবকিছুর হিসাব দিতে হবে এবং কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

....

২৪. সহিহুল বুখারি : ২৯৭২।

অভিযাত্রা - ১০

মরণজয়ী সাহাবি

চলো ইতিহাসের পুরনো পাতাগুলো আবার উল্টাই; ঘুরে আসি অতীতের রাজ্য থেকে। আমরা দেখব এমন এক ময়দানের দৃশ্য—যেখানে লড়াই প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল; মুসলমানদের ওপর বজ্রের মতো আছড়ে পড়েছিল মুশরিকদের তরবারি।

এটি বিখ্যাত উহুদ যুদ্ধের একটি ঘটনা। আনাস ﷺ বলেন, ‘আমার চাচা আনাস বিন নাজার বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, “হে আল্লাহর রাসুল! মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার প্রথম যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ তাআলা যদি কখনো আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন, তো তিনি দেখবেন আমি কী করি।” উহুদের দিন যখন মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তিনি বলেন, “সাহাবিরা যা করেছেন, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং মুশরিকরা যা করেছে, তার সঙ্গে আমি সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিচ্ছি।” এই বলে তিনি সামনে এগিয়ে যান। একটু পরে তিনি মুখোমুখি হন সাদ বিন মুআজের। তিনি তাঁকে বলেন, “হে সাদ! আমি জান্নাত চাই। নাজারের প্রভুর শপথ! আমি উহুদের দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।”

সাদ ﷺ বলেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আনাস বিন নাজার যা করেছে, তা আমি করতে পারিনি।” আনাস ﷺ বলেন, “আমরা তাঁকে নিহত অবস্থায় পাই। তাঁর শরীরে আশিটিরও অধিক তরবারি, বর্শা ও তিরের আঘাত ছিল। তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল মুশরিকরা। তাই আমরা কেউ তাঁকে চিনতে পারিনি। কেবল তাঁর বোন আঙুলের অগ্রভাগ দেখে তাঁকে শনাক্ত করতে সক্ষম হন।”’[২৫]

....

২৫. সহিহুল বুখারি : ২৮০৫।

অভিযাত্রা - ১১

ইমানদীপ্ত দাস্তান

হাফিজ ইবনে কাসির ﷺ ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসাইলামাতুল কাজ্জাব হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'যখন উভয় দল মুখোমুখি হলো, মুসাইলামা আপন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলল, "আজ আত্মমর্যাদা রক্ষার দিন। আজ যদি তোমরা হেরে যাও, তবে তোমাদের মহিলারা বন্দী হয়ে ভোগের পাত্রে পরিণত হবে। তাদের অপাত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। সুতরাং নিজেদের বংশমর্যাদা রক্ষার্থে তোমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো—তোমাদের স্ত্রীদের রক্ষা করো।"

মুসলিম বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হলো। ইয়ামামার অদূরে একটি বালুর টিলার কাছে খালিদ বিন ওয়ালিদও তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। তিনি সেখানেই সেনা সমাবেশ করলেন। মুহাজিরদের পতাকা ছিল আবু হুজাইফার আজাদকৃত গোলাম সালিমের হাতে। আর আনসারদের পতাকা সাবিত বিন কাইস বিন শাম্মাসের হাতে। সাধারণ আরব গোত্রগুলো সমবেত হলো আপন আপন ঝান্ডার নিচে।

অবশেষে মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে তুমুল লড়াই বেধে গেল। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় মুসলমানরা পিছু হটল। আরব গোত্রগুলো পরাজিত হলো। সাহাবিগণ একে অপরকে তিরস্কার করলেন। সাবিত বিন কাইস বিন শাম্মাস ﷺ বললেন, "তোমরা তোমাদের দুশমনদের অভ্যাস খারাপ করে ফেলেছ, সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ!" সাহাবিগণ চারদিক থেকে আওয়াজ দিলেন, "খালিদ! আক্রমণের জন্য আমাদের নির্বাচিত করো।" মুহাজির ও আনসারদের একটি দল নির্বাচন করা হলো। বারা বিন মারুর ﷺ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। লড়াই দেখলেই তার শরীর কাঁপতে শুরু করত; তিনি উটের পিঠে বসে যেতেন এবং নিজের পায়জামায় প্রস্রাব করে ফেলতেন। তারপর দুশমনের ওপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

বনু হানিফা এত কঠিন লড়াই শুরু করল, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সাহাবিগণ পরস্পরকে অসিয়ত করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, "হে সুরা বাকারার বাহকগণ! আজ জাদু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।" সাবিত বিন কাইস ﷺ গায়ে কাফন জড়ালেন—খুশবো মাখলেন। তারপর গর্ত খুঁড়ে পায়ের নলা পর্যন্ত মাটিতে গেঁড়ে ফেললেন। তাঁর হাতে শোভা পাচ্ছিল আনসারদের পতাকা। শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আপন স্থানে অবিচল দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মুহাজিরগণ আবু হুজাইফার আজাদকৃত গোলাম সালিমকে বললেন, "আপনি কি এই ভয় করছেন যে, আপনি শহিদ হয়ে যাবেন আর পতাকা আমাদের দিয়ে দেয়া হবে?" তিনি বললেন, "তবে তো আমি কুরআনের নিকৃষ্ট বাহক বলে গণ্য হব।"

জাইদ বিন খাত্তাব বললেন, "হে লোকসকল! তোমরা ময়দানে অবিচল থাকো। দুশমনের দিকে চলো। সামনে অগ্রসর হও। আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলব না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের পরাজিত করেন কিংবা আমি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হই এবং তাঁর সঙ্গে প্রমাণ-সহযোগে কথা বলি।" যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি শহিদ হয়ে যান।

আবু হুজাইফা ﷺ ঘোষণা করলেন, "হে কুরআনের বাহকগণ! তোমরা বাস্তব কর্মের মাধ্যমে কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো।" এই বলে তিনি দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন অনেক দূর পর্যন্ত। অবশেষে পান করলেন শাহাদাতের অমিয় সুধা।

বীরদর্পে হামলা করলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ। শত্রুব্যূহ ভেদ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন তিনি। একসময় পৌঁছে গেলেন মুসাইলামার পাহাড়ে। ওত পেতে থাকলেন মুসাইলামার প্রতীক্ষায়—ওদিকে এলেই তাকে হত্যা করবেন বলে। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে উভয় সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মল্ল যুদ্ধের আহ্বান করলেন। তিনি বীরত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমি ওয়ালিদ আল-আওদের পুত্র। আমি আমির ও জাইদের বংশধর।" তারপর মুসলমানদের প্রতীকের নাম ধরে হাঁক দিলেন।

তাঁর মোকাবেলার জন্য দুশমনের সারি থেকে যে-ই আসত, তিনি হত্যা করে ফেলতেন। যে বস্তুই তার নাগালে আসত, তিনি ধ্বংস করে দিতেন। এভাবে একসময় যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। মুসলমানরা ময়দানে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল।

খালিদ ﷺ মুসাইলামার কাছে গেলেন। তাকে সত্যের পথে ফিরে আসার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু শয়তান মুসাইলামাকে প্ররোচিত করতে লাগল। ফলে সে কোনো প্রস্তাবই কবুল করল না। যখনই সে কোনো কথায় একমত হওয়ার চেষ্টা করত, শয়তান এসে তাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিত। অবশেষে খালিদ ﷺ সেখান থেকে চলে এলেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করলেন। মুহাজিরদেরকে তিনি আনসার আরবদের থেকে পৃথক করে ফেললেন। অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও স্ব স্ব ঝান্ডার নিচে অবস্থান গ্রহণ করল—যাতে বোঝা যায়, কে কোন গোত্র থেকে এসেছে। সেদিন সাহাবিগণ ধৈর্যের এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। তারা নির্ভয়ে শত্রুর বুক বরাবর এগিয়ে যেতে থাকল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে শুরু করল দুশমনরা। মুসলমানরা তাদের কচুকাটা করতে করতে পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখল। অবশেষে আশ্রয়ের খোঁজে 'মৃত্যুবাগিচা'র দিকে ছুটল তারা। ইয়ামামার মুহকাম বিন তুফাইলের ইশারায় তারা বাগিচায় প্রবেশ করল। সেখানে আল্লাহর দুশমন মুসাইলামাও ছিল। তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

আব্দুর রহমান বিন আবু বকর ﷺ সুযোগ বুঝে তির ছুড়লেন মুহকাম বিন তুফাইলের দিকে। সে তখন বক্তব্য দিচ্ছিল। লক্ষ্যভেদী তির তার ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেল সে। বনু হানিফা বাগানের ফটক বন্ধ করে দিল। সাহাবিগণ চারদিক থেকে বাগান অবরোধ করলেন। বারা বিন মালিক ﷺ বললেন, "হে মুসলমানগণ! আমাকে বাগানের ভেতর শত্রুদের ওপর ছুড়ে দাও।" সাহাবিগণ তাঁকে অনেকগুলো লাঠির ওপর রেখে বর্শা দিয়ে উঁচুতে তুলে প্রাচীরের ওপর দিয়ে বাগানের ভেতর নিক্ষেপ করলেন। ফটকের সামনে দুশমনদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। অবশেষে তীব্র আক্রমণ ঠেকিয়ে তিনি ফটক খুলে দিতে সক্ষম হলেন। মুসলমানরা

ফটক দিয়ে এবং প্রাচীর টপকে বাগানে প্রবেশ করতে শুরু করল। ইয়ামামার যত মুরতাদ ভেতরে ছিল, সাহাবিগণ সবাইকে হত্যা করলেন। একসময় তাঁরা পৌঁছে গেলেন অভিশপ্ত মুসাইলামার কাছে। প্রাচীরের একটি ভাঙা অংশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি ধূসর উট। আর সে তার ওপর আরোহণ করতে চায়। রাগে ক্ষোভে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। তার ওপর যখন শয়তান ভর করত, তখন তার মুখ ফেনিয়ে উঠত। এমনকি তার চোয়াল বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ত।

জুবাইর বিন মুতয়িমের আজাদকৃত দাস ওয়াহশি বিন হারব ﵁ তার দিকে এগিয়ে গেলেন। হাতের বর্শাখানা সজোরে নিক্ষেপ করলেন তাকে তাক করে। অব্যর্থ নিশানা। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল তার বুক। পরক্ষণেই আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা ﵁ দ্রুত ছুটে গিয়ে তলোয়ার দিয়ে হামলা করলেন তার ওপর। প্রচণ্ড আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার দেহ। প্রাসাদ থেকে এক নারীর আর্তনাদ শোনা গেল, "হায়! সুদর্শন নেতাকে হত্যা করল এক কৃষ্ণ দাস!"

রণাঙ্গনে এবং বাগানের ভেতরে নিহত হয় প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা। এক বর্ণনা মতে, নিহতের সংখ্যা একুশ হাজার। মুসলমানদের মধ্যে শহিদ হন ছয়শত জানবাজ মুজাহিদ। অপর এক বর্ণনা মতে, শহিদের সংখ্যা পাঁচ হাজার।' (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

মুসলিম ভাই আমার!

ইয়ামামা অভিযান ছিল দ্বীনের ঝান্ডাকে বুলন্দ করার মহান মানসে পুণ্যাত্মা সাহাবিদের এক অসাধারণ জিহাদি সফর। ইমানদীপ্ত এই কাহিনীটি পড়তে গিয়ে খালিদের ঝান্ডার নিচে জিহাদে শরিক হতে তোমার হৃদয়ও কি আনচান করে উঠেনি?

[অভিযাত্রা - ১২]

পূর্বাহ্নের আমল

মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনে পূর্বাহ্নের সময়টুকু অত্যন্ত মূল্যবান। এই দীর্ঘ প্রহরটি কীভাবে কাজে লাগানো যায়—এই প্রশ্নটি বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। সময়টি কি ঘুমিয়ে বা মার্কেটে ঘুরোঘুরি করে কিংবা মোবাইলে গল্পগুজব করে বিনষ্ট করা আদৌ উচিত হবে? এই মূল্যবান মুহূর্তগুলো কি আর কখনো ফিরে আসবে? মহিলাদের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। দিনের সময়টুকু কাজে লাগিয়ে তারা অনায়াসে জান্নাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে।

জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস ﵂ থেকে বর্ণিত আছে, একবার প্রত্যুষে ফজরের সালাত আদায় করে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট থেকে বের হন। তখন তিনি সালাতের স্থানে বসে ছিলেন। পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে রাসুলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসেন। তখনও তিনি আপন স্থানে বসা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟

'আমি যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম, তুমি কি এখনো সে অবস্থায়ই আছ?'

জুয়াইরিয়া ﵂ উত্তর দেন, 'হ্যাঁ'। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

'তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি কালিমা তিন বার পড়েছি। আজকে তুমি এই পর্যন্ত যা পড়েছ, তা যদি ওই কালিমাগুলোর সঙ্গে ওজন করা হয়, তবে ওই কালিমাগুলোই ভারী।

কালিমাগুলো হলো :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ "আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি—তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার পরিমাণ, তাঁর নিজের সন্তুষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ।"'[২৬]

প্রিয় মুসলিম ভাই!

চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে আরও একটি দৃশ্য দেখাই। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে এক দিনের অপরাহ্নের নমুনা এবং চাশতের সময়ে উম্মুহাতুল মুমিনিনের অবস্থা দেখে আসি।

কাসিম ﵀ বলেন, 'সকাল হলে আমি আয়িশার ঘরে গিয়ে তাঁকে সালাম করে আসতাম। একদিন ভোরে গিয়ে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে তাসবিহ পড়ছেন এবং বারবার এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন :

﴿ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾

"অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।"[২৭]

কখনো আল্লাহর দরবারে দোয়া এবং রোনাজারি করছেন। অপেক্ষা করতে করতে আমি বিরক্ত হয়ে যাই। অবশেষে আমি বাজারের দিকে রওনা হই। কাজ সেরে আবার ফিরে এসে দেখি আগের মতোই তিনি নামাজ পড়ছেন, কান্নাকাটি করছেন।

আজকের মহিলারাও কাঁদে। বরং তুলনামূলক বেশিই কাঁদে। কিন্তু কার জন্য—কীসের জন্য?! অধিকাংশ মহিলার পূর্বাহ্নের সময়টুকু কীভাবে কাটে?

....

২৬. সহিহু মুসলিম : ২৭২৬।

২৭. সুরা আত-তুর, ৫২ : ২৭।

অভিযাত্রা - ১৩

সততার ফল

আজকাল মুসলিম জনজীবনে ধোঁকা ও প্রতারণা মহামারির রূপ ধারণ করেছে। সৎ, সত্যবাদী ও আমানতদার মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। যদিও আখিরাতে গুনাহের পরিণতি স্পষ্ট ও সর্বজ্ঞাত; তবুও দুনিয়ার নগদ লাভের লোভ মানুষ সামলাতে পারে না।

উমর ﵁ তাঁর শাসনামলে দুধের সঙ্গে পানি মেশানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এক রাতে প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মদিনার অলিগলিতে। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন এক মা তার মেয়েকে বলছে :

- সকাল তো হয়ে এলো। এখনো দুধে পানি মেশাওনি?
- কীভাবে পানি মেশাব! আমিরুল মুমিনিন পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন না?
- মানুষ তো তবুও পানি মেশায়। তুমিও মেশাও। আমিরুল মুমিনিন তো আর দেখছেন না!
- উমর না দেখলেও উমরের রব তো দেখছেন! আমি এমন কিছু করতে পারব না, যা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে উমর ﵁ সব শুনলেন। তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করল মেয়েটির কথাগুলো। সকালে পুত্র আসিমকে ডেকে বললেন, ‘অমুক এলাকায় যাও এবং অমুক মেয়েটির খোঁজ নাও।’ এই বলে তিনি মেয়েটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেন।

পিতার নির্দেশ মতো আসিম গেল সেই এলাকায়। দেখা গেল মেয়েটি বনু হিলাল গোত্রের। খোঁজখবর নিয়ে সে ফিরে এল। উমর ﵁ তাঁকে বললেন, ‘পুত্র আমার! মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করো। এমন এক সন্তানের মা হওয়ার

কতই না যোগ্য সে, যে সন্তান পুরো আরবের নেতৃত্ব দেবে!'

যথারীতি আসিম বিন উমর মেয়েটিকে বিয়ে করলেন। তাদের ঘরে এক মেয়ে হলো। তার সঙ্গে শাদি হলো আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ান বিন হাকাম-এর। তাদের ঔরসেই জন্ম লাভ করেন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀।[২৮]

নিষ্ঠার সৌরভ

অনেক মানুষকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় পেশা ও পদকে কাজে লাগিয়ে দ্বীনের খিদমত করার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন। কিন্তু তারা খিদমত করতে রাজি হয় না। বরং তারাই আগ বেড়ে মুসলমানদের মাঝে কল্যাণের প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পদকে তারা দ্বীনের ওপর প্রাধান্য দেয়। ইবলিস তাদেরকে বিভিন্ন তুচ্ছ বিষয়াদিতে ব্যস্ত করে রাখে। প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে তারা আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে। মানুষের মন জয় করতে অথবা সহকর্মী, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কিংবা পরিচালকদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তারা নিয়ত লঙ্ঘন করে শরিয়তের সীমারেখা।

নাসায়ি ﵀ শাদ্দাদ ইবনুল হাদ ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, 'এক গ্রাম্য লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে তাঁর ওপর ইমান আনেন এবং তাঁর অনুসারী হয়ে যান। সে বলে, "আমি মুহাজির হিসেবে আপনার সঙ্গে থাকব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে কতিপয় সাহাবিকে অসিয়ত করেন। খাইবার যুদ্ধ সংঘটিত হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ গনিমতস্বরূপ কিছু বন্দী পান। তিনি সেগুলো বণ্টন করে দেন এবং ওই গ্রাম্য লোকটির জন্যও একটি অংশ নির্ধারণ করেন। তার অংশটি তিনি ওই সব সাহাবিকে দিয়ে দেন, যাদের হাতে তাকে সোপর্দ করেছিলেন। লোকটি তাদের উট চরাতেন। তিনি ফিরে এলে তারা গনিমতের অংশ তার হাতে তুলে দেন। তিনি জানতে চান, "এগুলো কী?" তাঁরা বলেন, "তোমার অংশ, যা তোমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন।" তিনি ওই অংশটুকু নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে চলে আসেন এবং তাঁর কাছে জানতে চান, "এগুলো কী?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন, "তোমার জন্য আমার নির্ধারণ করা গনিমতের অংশ।" তিনি বলেন, "আমি এসবের জন্য আপনার অনুসারী হইনি। আমি তো এজন্যই আপনার অনুসারী হয়েছি যে, আমার দেহের এই জায়গাটি তিরবিদ্ধ হবে—এই বলে তিনি গলার দিকে ইশারা করেন—

তারপর আমি শহিদ হয়ে জান্নাতে চলে যাব।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ) "তুমি যদি তোমার বক্তব্যে সত্যবাদী হও, তো আল্লাহ তাআলা তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।" অল্পক্ষণ পরেই সাহাবায়ে কিরাম শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে যান। (কিছু সময় পর) তাঁকে বহন করে রাসুলুল্লাহ কাছে আনা হয়। তাঁর ঠিক সেই জায়গায় তির লেগেছে, যেখানে তিনি ইশারা করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতে চান, (أَهُوَ هُوَ؟) "এই কি সেই ব্যাক্তি?" সাহাবিগণ উত্তর দেন, "হাঁ।" তিনি বলেন, (صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ) "সে আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাই আল্লাহ তাআলাও তার মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন।"'[২৯]

অভিযাত্রা - ১৫

অপূর্ব ইখলাস

লৌকিকতা ও খ্যাতিপ্রিয়তা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সবার যেন একটিই ভাবনা—পরিচালক কী বললেন। লোকজন কী বলছে। অমুক এই ব্যাপারে কী ভাবছে।

চলো, ফিরে যাই সদূর অতীতে—হুসাইন বিন আব্দুর রহমান ﷬-এর মুবারক সাহচর্যে। তিনি বলেন, 'একবার আমি সাইদ বিন জুবাইর ﷬-এর দরবারে ছিলাম। তিনি বললেন, "গত রাতে যে তারকাটি বিচ্যুত হয়েছে, তোমাদের কেউ কি সেটি দেখেছে?" আমি বললাম, "আমি দেখেছি। অবশ্য আমি রাতের সালাতে রত ছিলাম না। আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছিল।"[৩০]

এই কথা বলে তিনি নিজের ইবাদতের ব্যাপারে মানুষের ভুল ধারণা দূর করেছেন। ইখলাসের মাহাত্ম্য চিন্তা করে, নিজেকে রিয়া থেকে বাঁচাতে এবং যে গুণ তার মাঝে নেই, তার তকমা সরাতেই তিনি ওই বাক্যটি যোগ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন।

তোমার চিন্তায় তোমার চেতনায় কি আছে এমন ইখলাস? তুমি কি তোমার পুণ্যগুলোকে লুকিয়ে রাখো, যেমন গোপন করো তোমার পাপকে? তুমি কি কখনো সাধনা করেছ তাওহিদবাদীদের মুবারক শোভাযাত্রায় শামিল হওয়ার?

অভিযাত্রা - ১৬

আদর্শ নারী

নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি ও নিখুঁত আনুগত্য, বশ্যতা ও আত্মসমর্পণের পরিচায়ক। যদি তা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত হয়, আল্লাহ তাকে ইবাদত ও নৈকট্যের নিয়ামত দান করেন। আর যদি তা হয় পাশ্চাত্যের ফ্যাশন ও রীতিনীতির, তবে এটি লাঞ্ছনা ও পরাজয়। বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন মানুষকে হারামের দিকে ধাবিত করে।

মুসলিম বোন আমার!

তোমার মতো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখো। তারা তাদের এই বেশভূষা ও ফ্যাশন কোত্থেকে পায়? এই স্টাইলগুলো তারা কোত্থেকে আমদানি করে? মুসলিম মেয়েদের পরিধেয় পোষাকগুলোর দিকে একটু লক্ষ করো। কাপড় পরেও তারা বিবস্ত্রের মতো। পাশ্চাত্য ফ্যাশন ও বেশভূষার দিকেই তাদের যত মনোযোগ। তারা চিন্তাও করছে না, তাদের পোষাকগুলো শরিয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কি না!

একজন মুসলিম মেয়ের তো বলার কথা, আমার আদর্শ আয়িশা ও ফাতিমা ﷺ। অথচ তাকে এখন মডেল প্রিন্সেস ডায়ানার পেছনে ছুটতে দেখা যাচ্ছে। কেউ-বা ছুটছে অন্য কোনো মডেলের পেছনে। এই লাঞ্ছনাকর পোশাক ও নিকৃষ্ট অনুসরণ তাদের অপদস্থ করছে পদে পদে। প্রতি মুহূর্তে কুদৃষ্টির নির্মম শিকার হয় তাদের উন্মুক্ত বক্ষ কিংবা অনাবৃত গলদেশ।

ইবনে আবি হাতিম ﷺ সাফিয়্যাহ বিনতে শাইবা ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'একবার আমরা আয়িশা ﷺ-এর মজলিসে ছিলাম। সেখানে আমরা কুরাইশি মহিলা ও তাদের মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আয়িশা ﷺ বললেন, "নিশ্চয় কুরাইশি মহিলাদের অনেক মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। তবে আল্লাহর কসম! আনসারি মহিলাদের চেয়ে উত্তম নারী আমি আর দেখিনি। তাদের

হৃদয়ে আছে কুরআনের প্রতি সুদৃঢ় স্বীকৃতি এবং ওহির প্রতি নিরঙ্কুশ আস্থা ও বিশ্বাস। যখন এই আয়াত নাজিল হলো :

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾

"তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"[৩১]

তখন আনসারি পুরুষরা তাদের নারীদের কাছে ছুটে যান এবং সদ্য অবতীর্ণ আয়াতটি তাদের সামনে তিলাওয়াত করেন।

পুরুষরা আয়াতটি তাদের স্ত্রী, কন্যা, বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়কে পড়ে শোনান। আয়াতটি শোনার পর সেখানে একজন মহিলাও এমন ছিল না, যে তার বুটিদার (কালো) ওড়না শরীরে জড়িয়ে নেয়নি। এভাবেই তারা তাদের ওপর নাজিলকৃত শরিয়তকে স্বীকৃতি দেয় এবং কুরআনের আনুগত্য করে।

সকালে তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে এমন কালো ওড়না জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, তাদের মাথার ওপর কালো কাক বসে আছে।"[৩২]

---

৩১. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।
৩২. সুনানু আবি দাউদ : ৪১০১।

নবি-তনয়া

আমাদের মহিলাদের চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যেন তাদের সর্বক্ষণ ঘিরে রাখে। অবশ্য তাদের এসব চিন্তা জুতো ও গাউনের সীমানা পেরোয় না কখনো। তাদের কেবল এই চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না যে, গাউনের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে এক জোড়া জুতো কীভাবে কিনবে। তাদের অধিকাংশই আবার এই উৎকণ্ঠা লুকিয়ে রাখতেও পারে না। তাই মহিলাদের আড্ডায় এ নিয়ে তারা মতবিনিময় করে। কখনো অতৃপ্তির দুঃখ মোবাইলে অন্যদের শেয়ার করে।

এবার চলো সোনালি অতীত পানে—তোমাকে একটু দেখাই জীবন্ত অন্তরগুলোর ফিকির কেমন ছিল।

নবি-তনয়া ফাতিমা ؓ একবার আসমা বিনতে উমাইস ؓ-কে বলেন, 'মহিলাদের সঙ্গে যা করা হয়, তা আমি অপছন্দ করি। তার শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। ফলে যারা দেখে তারা মহিলার দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। (তিনি খাটে রাখা মৃত মহিলার লাশের কথা বলছিলেন।)

আসমা ؓ বললেন, 'হে রাসুল-তনয়া! আমি হাবশায় (ইথিওপিয়া) দেখা একটি নিয়ম আপনাকে দেখাব। এই বলে তিনি কিছু কাঁচা খেজুরের ডাল নিলেন। তারপর সেগুলোকে বাঁকা করলেন এবং তার ওপর একটি চাদর ছড়িয়ে দিলেন।' ফাতিমা ؓ বললেন, 'বাহ! কী সুন্দর! কী চমৎকার! আমি মারা গেলে তুমি আর আলি আমাকে গোসল দেবে। আর কেউ যেন ভেতরে না আসে।'

মুসলিম বোন আমার!

তুমিও এমন চিন্তার প্রসার ঘটাও। জীবনে মরণে লজ্জা হোক তোমার অলংকার। পবিত্রতা আর সংযম হোক তোমার পরিচয়। ফাতিমা ؓ হোক তোমার জীবনাদর্শ।

অভিযাত্রা - ১৮

বর নির্বাচন

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। এটি মুসলিম পরিবার-ব্যবস্থার মূলভিত্তি। বিয়ের ওপরই নির্ভর করে পরিবারের স্থায়িত্ব ও সাফল্য। যুগে যুগে বীর পুরুষ ও অভিজাত রমণীদের বংশপরম্পরা বিয়ের মাধ্যমেই অব্যাহত থাকে। উত্তম আদর্শ ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে তাদের সন্তানরা। কনের অভিভাবকের কাছে সম্বন্ধ নিয়ে আসা উপযুক্ত পুরুষদের কিছু অনিবার্য বৈশিষ্ট্য রাসুলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ

'তোমাদের কাছে যদি এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দ্বীনদারি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তার সঙ্গে বিয়ে দাও।'[৩৩]

এই নববি নির্দেশনার ওপরই চলেছে ইসলামের সোনালি যুগ। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আবু তালহা উম্মে সুলাইম ﵂-কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তিনি জবাব দেন, আপনার মতো লোকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু আপনি তো কাফির। আর আমি মুসলিম নারী। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে সেটাই আমার মোহর হবে। আমি অতিরিক্ত আর কিছু চাইব না। সব শুনে আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করে উম্মে সুলাইমকে শাদি করেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, উম্মু সুলাইম ﵂ আবু তালহাকে বলেন :

- আপনি কি জানেন না, আপনি যে খোদার ইবাদত করেন, তা মাটিতে উৎপন্ন একটি কাষ্ঠখণ্ড ছিল, যেটি অমুক বংশের জনৈক হাবশি কেটেছে?
- অবশ্যই জানি।

....

৩৩. সুনানুত তিরমিজি : ১০৮৫।

- আপনি কি মাটিতে উৎপন্ন কাঠ থেকে তৈরি খোদার ইবাদত করতে লজ্জাবোধ করেন না, যেটি অমুক বংশের জনৈক হাবশি কেটে এনেছে? আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে এই ইসলামই হবে আমার মোহর। এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না।

- আমাকে একটু ভাবার অবকাশ দাও।

তারপর আবু তালহা চলে যান এবং কিছু সময় পর ফিরে এসে বলেন : (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল। তখন উম্মে সুলাইম ؓ বলেন, আনাস! আবু তালহার সঙ্গে আমার বিয়ে পড়িয়ে দাও।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সাবিত ؓ বলেন, 'আমরা এমন কোনো মোহরের কথা শুনিনি, যা উম্মে সুলাইমের মোহরের (ইসলাম) চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ।'

আরেকটি বর্ণনায় আছে, আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বলেন :

- রুমাইসা! স্বর্ণ-রৌপ্যের কথা তো বললে না?
- আমার স্বর্ণ-রৌপ্য চাই না। ইসলাম ছাড়া আর কিছুই আমার দরকার নেই। এ ছাড়া অন্য কোনো মোহরে আমি রাজি হব না।
- তো এখন ইসলাম গ্রহণের কী উপায়?
- আপনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ধরুন। তাঁর কাছে যান এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিন।

আবু তালহা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মুলাকাতের জন্য রওনা হন। তাকে আসতে দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَتَاكُمْ أَبُوْ طَلْحَةَ غُرَّةُ الْإِسْلَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

'আবু তালহা এসেছে তোমাদের কাছে। দুচোখে তার ইসলামের উজ্জ্বল শুভ্রতা দৃশ্যমান।'

আবু তালহা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উম্মে সুলাইমের ঘটনা খুলে বলেন। সব শুনে তিনি ইসলাম গ্রহণের শর্তে আবু তালহার সাথে উম্মে সুলাইমের বিয়ে পড়িয়ে দেন।[৩৪]

আজকের মুসলিম মেয়েদের বলছি!

স্বামী নির্বাচনের সময় এই নববি নির্দেশনার কথা ভুলে যেয়ো না। বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ধোঁকায় পড়ো না। পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধি দেখে প্রতারিত হয়ো না।

সম্মানিত পিতা ও ভাইদের বলছি!

অধীনস্তদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। তারা আপনার কাছে আল্লাহর আমানত। কোনোভাবেই যেন এই মূল্যবান আমানতের খিয়ানত না হয়ে যায়। এমন কোনো ছেলের সাথে আপনার মেয়ে বিয়ে দেবেন না, যার মাঝে এই দুটি শর্ত নেই—

১. দ্বীনদারি।

২. সচ্চরিত্র।

সৎ ও নেককার ছেলের হাতেই তুলে দিন আপনার আদরের দুলালিকে। আর কেবল এতেই আপনি দায়মুক্ত হতে পারেন এবং অভিভাবক হিসেবে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে পারেন।

পুনর্যাত্রা শুরুর আগে...

ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ তাঁর 'লাতাইফুল মাআরিফ' গ্রন্থে বলেন, 'সাহাবিগণ যখন এই আয়াতদুটি শুনলেন :

﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾

"অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো।"[৩৫]

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

"তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের মতো।"[৩৬]

তখন তারা ভাবলেন প্রত্যেককেই অন্য সবার চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে; সবাইকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে এই উঁচু স্তরে পৌঁছানোর জন্য। তাই কেউ যখন কাউকে এমন কোনো আমল করতে দেখত, যা সে করতে অক্ষম, তখন সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। আফসোস করে বলত, হায় এই লোক তো আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। অগ্রগামী হতে না পারার উৎকণ্ঠা তাকে ঘিরে ধরত। তাদের প্রতিযোগিতা ছিল আখিরাতে উঁচু মর্যাদা লাভের জন্য। তাদের পর এমন এক জাতি এল, যারা পুরো ব্যাপারটি উল্টে দিল। তারা আখিরাত বাদ দিয়ে তুচ্ছ দুনিয়ার ক্ষণিকের সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলো।'

হাসান ﷺ বলেন, 'কেউ যদি তোমার সঙ্গে দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করে, তুমি তার সঙ্গে আখিরাত নিয়ে প্রতিযোগিতা করো।'

....

৩৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৪৮।

৩৬. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২১।

তিনি আরও বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কেউ তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করলে তুমি তার সঙ্গে পাল্লা দাও। আর দুনিয়া নিয়ে করলে তুমি দুনিয়াকে তার গলায় ঝুলিয়ে দাও।'

উহাইব বিন ওয়ারদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ব্যাপারে যদি সবাইকে হারিয়ে দিতে পারো, তবে তা-ই করো।'

জনৈক সালাফ বলেন, 'কেউ যদি নিজের চেয়ে অধিক ইবাদতকারীর খবর শুনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।'

يَا صَاحِ هَذَا الرَّكْبُ قَـدْ سَـارَ مُسْرِعًا
وَنَحْنُ قُعُوْدٌ مَا الَّذِيْ أَنْتَ صَـانِعُ

أَتَرْضَى بِأَنْ تَبْقَى الْمُخَلَّفَ بَعْـدَهُمْ
صَرِيْعَ الْأَمَـانِيْ وَالْغَـرَامُ يُنَـازِعُ

عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَبْكِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا
أَيَذْهَبُ وَقْتٌ وَهُوَ بِاللَّهْوِ ضَـائِعُ

'বন্ধু আমার! ওই যে দেখো, আমাদের পেছনে ফেলে কর্মবীরদের কাফেলা দ্রুত গতিতে হারিয়ে গেল দূর দিগন্তে। আমরা কুঁড়ের দল এখনো ঠায় বসে এখানে! বলো তো, করছটা কী তুমি? প্রবৃত্তির ধোঁকায় প্রতারিত আর বাসনার লড়াইয়ে ধরাশয়ী তুমি কাফেলার পেছনেই কি পড়ে রবে? অর্থহীন কাজে কেটে যায় যাদের সময়, তাদের উচিত নিজেদের এই বিপর্যয়ে আর্তনাদ করা।'

পুণ্যবান পুরুষ ও কল্যাণময় নারীদের সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'তাদের জন্য উত্তোলিত হয়েছে জান্নাতের নিশান, যার দিকে তাকিয়ে তারা মহা উদ্যমে পথ চলছে। তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে সিরাতে মুস্তাকিম, যার ওপর তারা সর্বদা অবিচল থাকবে। হাজারো দুঃখ ও যন্ত্রণায় ঘেরা মোহময় এই পার্থিব জীবন যেন ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন কিংবা ঘুমের ঘোরে দেখা কাল্পনিক ছায়ামূর্তি। এই জীবন যতটা না হাসায়, তার চেয়ে বেশি কাঁদায়।

একদিন আনন্দ পেলে, একমাস দুঃখে ছেয়ে যায়। এখানে সুখের চেয়ে কষ্ট বেশি। হাসির তুলনায় কান্না বেশি। এই জীবনের শুরুতে আছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আর শেষে আছে ধ্বংস ও শূন্যতা। তাই তারা তুচ্ছ এই দুনিয়ার বিনিময়ে চিরশান্তির সেই জান্নাত বিক্রি করাকে মহাক্ষতি মনে করে—যার নিয়ামত কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, কোনো হৃদয় কল্পনা করেনি, যার কোনো শেষ নেই।

অভিযাত্রা - ১৯

পর্দার গুরুত্ব

আতা বিন রাবাহ ﷺ বর্ণনা করেন, 'আমাকে একবার ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাকে এক জান্নাতি মহিলা দেখাব না?" আমি বলি, "অবশ্যই দেখাবেন।" তিনি বলেন, "এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটি, যে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিল, "আমি অতর্কিত মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং আমার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়ে। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।" তিনি বললেন :

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ

"তুমি যদি চাও, সবর করে জান্নাত লাভ করতে পারো। আর যদি চাও আরোগ্য লাভ করতে, আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি।"

সে বলল, "আমি সবর করব। তবে, আপনি দোয়া করুন, যেন লজ্জাস্থান না খোলে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন।'[৩৭]

আল্লাহ তাআলা ওই মহিলাটির ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। অসুস্থতায় সবর করে তিনি জান্নাত লাভে ধন্য হন। চুপে চুপে তিনি সবর অবলম্বন করেন; তবে উন্মাদ অবস্থায়ও মানুষ তার শরীর দেখুক, তিনি তা সহ্য করেননি।

আজ মুসলিম মহিলারা কোনো কারণ ও অসুস্থতা ছাড়াই বেপর্দা হচ্ছে। এটি আল্লাহর নাফরমানি এবং শয়তানের আনুগত্য বৈ কিছু নয়।

মুসলিম বোন আমার!

হিজাব কেবল চেহারা ও শরীরের আচ্ছাদন নয়; বরং সবকিছুর আগে এটি আল্লাহর ইবাদত। সর্বোপরি এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ। সুতরাং ভেবে দেখো, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের এই নির্দেশ কতটুকু পালন করছ।

প্রিয় বোন! হিজাব ও শালীনতাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো।

অভিযাত্রা - ২০

আদর্শ দায়ি

হতাশা ও নৈরাশ্য দাওয়াহর পথে সবচেয়ে বড় বাধা—দায়ি ইলাল্লাহর প্রাণঘাতী শত্রু। নবি-রাসুলগণ সব ধরনের হতাশা ও ক্লান্তির উর্ধ্বে উঠে মানবজাতিকে আলোর পথে আহ্বান করেছেন যুগ যুগ ধরে। তাঁরা বারবার চেষ্টা করেছেন। তবে হাল ছেড়ে দেননি কখনো। নুহ ﷺ-এর কথাই ধরা যাক। দাওয়াহর কাজে তাঁর সুবিশাল কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তিনি দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন পরম ধৈর্য ও অবিচল প্রত্যয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

'আমি তো নুহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর। তারপর প্লাবন তাদের গ্রাস করে। কেননা, তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।'[৩৮]

সুবহানাল্লাহ! দাওয়াহর কাজে কী আশ্চর্য ধৈর্য আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন! এই সুদীর্ঘ দাওয়াতি মেহনতের পরও কেবল অল্প কিছু লোক আল্লাহর ওপর ইমান এনেছিল। তখনকার মানুষগুলো দ্বীনের প্রতি এতটাই বিরূপ ছিল যে, যখন এক প্রজন্ম মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হতো, তখন পরবর্তী প্রজন্মকে তারা অসিয়ত করে যেত, কোনোভাবেই যেন তারা ইমান না আনে এবং নুহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও লড়াই যেন অব্যাহত রাখে। পুত্র বালেগ ও সমজদার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাকে নসিহত করে বলত, যত দিন সে বেঁচে থাকে, নুহের ওপর যেন ইমান না আনে।[৩৯]

....

৩৮. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ১৪।

৩৯. কাসাসুল আম্বিয়া লিবনি কাসির : ৭৪-৭৫।

দাওয়াতের যত মাধ্যম হতে পারে সবগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন। শরিয়ার আওতায় থেকে যত পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সবগুলো গ্রহণ করে দেখেছেন। কুরআনের ভাষায় :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا . وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا . ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا . فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا . مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾

‘সে বলল, হে আমার রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদের দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অনন্তর আমি তাদের প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি; তারপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দেবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না।’[৪০]

আবুল কাসিম গারনাতি ﵀ বলেন, ‘নুহ ﵇ প্রথমে তাঁর জাতিকে রাতে ও দিনে দাওয়াত দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। তারপর বলেন, তিনি তাদের

৪০. সুরা নুহ, ৭১ : ৫-১৩।

প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন। তারপর বলেন, তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় ধরনের দাওয়াতই দিয়েছেন। আর এটি হলো নাসিহার সর্বোচ্চ স্তর এবং দাওয়াহর চূড়ান্ত সীমা।

বর্তমানে যারা দাওয়াহর কাজ করছেন, প্রায়শ দেখা যায় নৈরাশ্য তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। ফলে দ্বিতীয় বার চেষ্টা করার ধৈর্য তাদের থাকে না। দাওয়াহর ময়দানে অবিচলভাবে কাজ করে যাওয়ার লোক আজ বড়ই অল্প। তাই চারদিকে আজ চোখে পড়ে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য—মন্দ ও অসংলগ্ন কাজের নীরব বিস্তার। এই নাজুক পরিস্থিতির অন্যতম কারণ হলো, দৃঢ়চেতা দায়িদের স্বল্পতা ও পুণ্যবান লোকদের অপ্রতুলতা।

অভিযাত্রা - ২১

দানশীলতা

এমন এক সময়ে এসে আমরা উপনীত হয়েছি, যখন মানুষের অন্তরে কৃপণতা জেঁকে বসেছে; দান-সাদাকার হাতগুলো ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। মুসলমানরা এতই ব্যয়কুণ্ঠ ও সঞ্চয়প্রবণ হয়ে পড়েছে যে, অল্প টাকা খরচ করতেও তাদের মন সায় দেয় না।

চলো...ঘুরে আসি নবিযুগের মদিনা মুনাওয়ারা থেকে। তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতায় কেমন ছিল তাদের জিন্দেগি। কষ্টকর জীবনের ভ্রুকুটি ও চরম আর্থিক দৈন্য সত্ত্বেও তাঁদের ঘরগুলো ঝলমল করত ইমানের আলোয়। ললাটে তাদের শোভা পেত তাওয়াক্কুলের অপার্থিব নুর ও নুরানিয়াত। পৃথিবীর দিকে দিকে দ্বীনের ঝান্ডা সমুন্নত করার অমিত জজবা ঢেউ খেলে যেত তাদের নির্মল হৃদয়ে।

উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলেন, '(তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে) রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (যুদ্ধব্যয় মেটানোর জন্য) সাদাকা করার করার হুকুম দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন আমার সম্পদও ছিল। মনে মনে বললাম, আমি যদি কোনো দিন আবু বকরকে হারাতে পারি, তো আজই সেই দিন। আমি আমার মোট সম্পদের অর্ধেক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করলাম। তিনি জানতে চাইলেন :

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟

"পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ?"

আমি উত্তর দিলাম, যা এনেছি তার সমপরিমাণ। তারপর আবু বকর তাঁর সকল সম্পদ নিয়ে চলে এলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ

“আবু বকর! পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ?”

আবু বকর উত্তর দিলেন, (أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ) “তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে রেখে এসেছি।”’[৪১]

এই যুগে আমরা এমন কাউকে দেখি না, যে পকেটের সবকিছু দান করে দেয়। আবু বকর ও উমরের মতো যারা নিজেদের সম্পদের অর্ধাংশ বা সম্পূর্ণ অংশ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন, তারাই তো আল্লাহর পুণ্যাত্মা বান্দা।

প্রিয় ভাই!

তুমি কি তাদের দেখানো পথে চলতে চাও না? তোমার মাসিক বেতনের একটি অংশ কি তুমি দাওয়াহর কাজে ব্যয় করতে পারো না? হোক না তা মাত্র একশ টাকা!

অভিযাত্রা - ২২

কৈশোরের স্বপ্ন

ভয় ও শঙ্কা আমাদের ঘিরে ধরেছে; আত্মমর্যাদাবোধ লোপ পেতে বসেছে। কাপুরুষতা জেঁকে বসেছে আমাদের মন-মানসে। উম্মতের যুবকদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও আজ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তারা আজ ব্যস্ত চুলের স্টাইল নিয়ে—জামার ফ্যাশন নিয়ে। পতঙ্গের মতো তারা ছুটে যাচ্ছে পাপের অগ্নিকুণ্ডের দিকে।

প্রিয় ভাই!

তুমি ওদের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নাও। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে এসো। চলো... রওনা হই সোনালি অতীত পানে। পুণ্যাত্মা সালাফের দুঃসাহসী জীবন দেখে চোখ জুড়াই।

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, 'বদরের উদ্দেশে অভিযানে বের হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ মুজাহিদদের নির্বাচন প্রক্রিয়া তখনো শুরু করেননি। আমি দেখলাম, আমার ছোট ভাই উমাইর বিন আবু ওয়াক্কাস কেমন যেন নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। আমি তাকে বললাম, "ভাই তুমি এমন করছ কেন? কী হলো তোমার?" সে বলল, "ভয় পাচ্ছি আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চোখে পড়ে যাই কি না। তিনি আমাকে দেখলে বয়সে ছোট বিবেচনা করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আমি যে জিহাদে বের হতে চাই। হয়তো আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের নিয়ামত দান করবেন।"'

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস বলেন, 'উমাইরকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। জিহাদে যেতে না পেরে সে কাঁদতে শুরু করে। অবশেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দেন।'

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ বলতেন, 'ছোট হওয়ার কারণে আমি তার তরবারির ফিতা গিঁঠ দিয়ে রাখতাম।'

অবশেষে উমাইর ﷺ শহিদ হয়ে যান। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোলো বছর।

আর এখন? একজন ষোলো বছরের তরুণকে দেখে তোমার কাঁদতে ইচ্ছে করবে। তার জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, নেই কোনো সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ। সে যেন প্রবৃত্তির শিকলে বন্দী এক বিভ্রান্ত পাপী।

অভিযাত্রা - ২৩

মায়ের জজবা

এক মহিলার যুবক ছেলেটি জামিআ থেকে সদ্য গ্র্যাজুয়েশন করে বের হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই সে গ্রামের একটি মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। শহর থেকে বহু দূরে এক অজপাড়া গাঁ—অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকার যেখানে তাঁবু গেড়েছে পরম নিশ্চিন্তে। তমসাচ্ছন্ন গ্রামটিকে আসমানি জ্ঞানে আলোকিত করার একবুক প্রত্যয় নিয়ে তরুণ শিক্ষক পা রাখেন মাদরাসার সীমানায়। এদিকে মা সন্তানের বিরহে কেঁদে-কেটে অস্থির! মায়ের অবস্থা দেখে পিতারও হুঁশ-জ্ঞান উড়ে যাওয়ার জোগাড়। চেনা-অচেনা সবার কাছে দৌড়াদৌড়ি করছেন—কীভাবে ছেলেকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়া যায়। তিনি একটুও ভাবছেন না, তার ছেলে গ্রামের লোকদের আসমানি ইলম শেখানোর গুরুদায়িত্ব পালন করছে; তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার সাধনা করছে।

হে বীরপ্রসূ! হে মহান জননী!!

আপনার অশ্রুপাত বন্ধ করুন। দ্বীনের ঝান্ডাবাহী ওই সব বীর মুজাহিদের জননীদের কথা চিন্তা করুন, যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এই জমিনে আসমানি নুরের চাষ করেছেন।

ইবনে আবি শাইবা ﵀ ইমাম শাবি ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, উহুদের দিন জনৈক মা তার সন্তানের হাতে তরবারি তুলে দেন। কিন্তু ছেলেটি সেটি বহন করতে পারছিল না। তাই মা রশি দিয়ে তরবারিটি তার বাহুতে বেঁধে দেন। তারপর তাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! এ আমার ছেলে। জিহাদে আপনার পক্ষে লড়বে।’ রাসুলুল্লাহ ﷺ ছেলেটিকে দেখে বললেন :

أَيْ بُنَيَّ اِحْمِلْ هَا هُنَا، اِحْمِلْ هَا هُنَا

'বেটা! (ওখানে নয়) তরবারি এখানে ধর, এখানে ধর।'

যুদ্ধে ছেলেটি জখমি হয়ে পড়ে যায়। তাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে বলেন :

أَيْ بُنَيَّ لَعَلَّكَ جَزِعْتَ

'বেটা! তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

সে বলল, 'নাহ, হে আল্লাহর রাসুল!'[৪২]

উম্মতের দুঃসাহসী যুবকদের আরও একটি দৃশ্য দেখুন। সামুরা বিন জুনদুব رضي الله عنه বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছর আনসারি বালকদের উপস্থিত করতেন। তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে সক্ষম, তাদের বাছাই করে মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। একবছর আমাকেও যথারীতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি এক বালককে নির্বাচন করেন; কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি ওকে নিলেন, অথচ আমাকে ফিরিয়ে দিলেন! আমি তো কুস্তিতে ওকে হারিয়ে দিতে পারি।" তিনি বললেন, "তবে কুস্তি লড়ো।" আমি কুস্তিতে ওকে হারিয়ে দিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।'

যেসব সচেতন মা তাদের কচি ছেলে-মেয়েদের উম্মাহর কল্যাণের জন্য প্রস্তুত করেন, নবুওয়তের মিরাস বহনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন, তাঁদের উদ্দেশে বলছি—আপনারা আমাদেরকে আরও অধিক সংখ্যায় ওদের মতো পুণ্যবান সন্তান দান করুন; ওদের মতো মা দান করুন।

আত্মপর্যালোচনা

মুসলিম ভাই আমার!

হৃদয়ের উর্বর জমিতে ইমানের চাষ করতে হলে, পৃথিবীর আকাশে ইসলামের পতাকা সমুন্নত করতে হলে এবং দ্বীনের আলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছিয়ে দিতে চাইলে জিহাদ, কুরবানি ও সবরের বিকল্প নেই। কঠিন ত্যাগ ও সাধনা, দৃঢ় সংকল্প ও নিরঙ্কুশ আনুগত্য, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনা, সর্বোপরি সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টাই দিতে পারে মুমিনের উভয় জগতের সাফল্যের নিশ্চয়তা।

হাসান ﷺ বলেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَوَّامٌ عَلَى نَفْسِهِ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلّٰهِ، وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا شَقَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الأَمْرَ عَلَى غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ

'মুমিন তার নিজের অভিভাবক। সে নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করে। যারা দুনিয়াতে মুহাসাবা করেছে, আপন কৃতকর্মের হিসাব নিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব সহজ হবে। আর যারা মুহাসাবা ছাড়া জীবনযাপন করেছে, তাদের হিসাব কঠিন হবে।'

মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন :

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ لِنَفْسِهِ النَّفِيسَةِ : أَلَسْتِ صَاحِبَةَ كَذَا؟ أَلَسْتِ صَاحِبَةَ كَذَا؟ ثُمَّ ذَمَّهَا ثُمَّ خَطَمَهَا، ثُمَّ أَلْزَمَهَا كِتَابَ اللهِ، فَكَانَ لَهَا قَائِدًا

'আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার ওপর রহম করুন, যে নিজের প্রিয় নফসকে বলে, তুমি কি এমন ছিলে না? তুমি কি অমন ছিলে না?

তারপর তাকে শাসায় এবং তার স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম টেনে ধরে। তাকে কিতাবুল্লাহর অনুসরণে বাধ্য করে। ফলে কুরআনই হয় তার নিয়ন্ত্রক ও পথপ্রদর্শক।'

প্রিয় ভাই!

একটু লক্ষ করো! এসব ইমানি অভিযাত্রা বিচরণ করছে তোমার চতুর্পাশে, যার প্রেরণাদায়ক দৃশ্যগুলো পুনর্জীবিত করে তুলবে তোমার হিম্মত ও সংকল্প।

ইসলামের ঝান্ডাকে বুলন্দ করতে এই মুবারক শোভাযাত্রায় শামিল হয়ে যাও তুমিও। প্রতিটি যুগে প্রতিটি জনপদে প্রতিটি মহাদেশে তুমি খুঁজে পাবে দ্বীনের মশালবাহীদের এই প্রাণময় মিছিল।

আল্লাহর কিতাব হোক তোমার পথনির্দেশ আর প্রিয়নবির সুন্নাহ হোক তোমার রাহবার। বিনয় ও নম্রতা হোক তোমার চলার পথ। ইখলাস ও নিষ্ঠা হোক তোমার সফরসঙ্গী। তবেই তুমি পদার্পণ করতে পারবে গৌরবময় সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায়।

অভিযাত্রা - ২৪

পরকালের পাথেয়

সোনালি যুগের অপূর্ব একটি দৃশ্য দেখাব তোমাদের। যেখানে ফুটে উঠেছে আল্লাহর প্রতি গভীর ইমান এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি অবিচল বিশ্বাস। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'যখন এই আয়াত নাজিল হলো :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾

"এমন কে আছে যে আল্লাহকে একটি উত্তম ঋণ দিতে পারে? তবে আল্লাহ তা তার জন্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবেন।"[৪৩]

তখন আবু দাহদাহ আনসারি ﷺ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ কি সত্যিই আমাদের কাছ থেকে কর্জ চান?" তিনি বললেন, "হাঁ, হে আবু দাহদাহ।" "আপনার হাত আমাকে দিন হে আল্লাহর রাসুল।" এই বলে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে বললেন, "আমি রবের কাছে আমার বাগানটি কর্জ দিলাম।" ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, সে বাগানে ছয় শত খেজুর গাছ ছিল। তাঁর স্ত্রী উম্মে দাহদাহ সন্তানাদি নিয়ে সেখানে থাকতেন। তারপর আবু দাহদাহ বাগানে গিয়ে স্ত্রী উম্মে দাহদাহকে ডাকলেন, "উম্মে দাহদাহ!" তিনি উত্তর দিলেন, "বলুন, হে আমার স্বামী।" আবু দাহদাহ বললেন, "এই বাগান থেকে বেরিয়ে যাও। এটি আমি আমার রবকে কর্জ দিয়ে দিয়েছি।" উম্মে দাহদাহ যখন তার আসবাবপত্র গুছিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার সন্তানদের হাতে কিছু খেজুর ছিল। তিনি সেগুলো তাদের হাত থেকে ছুড়ে ফেললেন। তারপর শিশু সন্তানদের নিয়ে নীরবে প্রস্থান করলেন।'[৪৪]

....

৪৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৫।

৪৪. ইবনে আবি হাতিম ﷺ হাদিসটি রিওয়ায়াত করেছেন। দেখুন, তাফসিরু ইবনি কাসির : ২৯৯/১ এবং আল-ইসাবাহ : ৫৯/৪।

উম্মে দাহদাহর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছ? বিনা বাক্য ব্যয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তিনি কীভাবে মেনে নিলেন স্বামীর আদেশ! মূল্যবান সম্পদের আধার সেই খেজুর বাগিচার প্রাচুর্যময় জীবন কীভাবে তিনি ত্যাগ করলেন! চোখে অশ্রু নেই। স্বামীর প্রতি কোনো অভিযোগ কিংবা অসন্তুষ্টিও নেই। অম্লান বদনে মেনে নিলেন পুরো ব্যাপারটি। এমনকি সন্তানদের হাতে থাকা খেজুরগুলোও তিনি নিয়ে আসতে রাজি হননি।

আপনি ব্যবসায় বড়ই লাভবান হয়েছেন, হে উম্মে দাহদাহ!

অভিযাত্রা - ২৫

অনুপম ভ্রাতৃত্ব

ইসলামে ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সোপান এবং ইবাদতের অন্যতম প্রকার। মুমিনদের ভালোবাসা, তাদের প্রতি মুহব্বত রাখা, প্রয়োজনে সাহায্য করা, বিপদে এগিয়ে আসা এবং তাদের সহমর্মী হওয়া—এসবই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা 'ওয়ালা'র অন্তর্ভুক্ত।

চারদিকে আজ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের ফেনিল জোয়ার। সুনীতি ও দুর্নীতির সংজ্ঞাই যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। শিথিল হয়ে পড়েছে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন। মুসলিম সমাজে আমিত্ব ও স্বার্থপরতা মহামারির রূপ ধারণ করেছে। তাই এখানে দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। চলো সোনালি অতীত পানে। কিছুক্ষণ হেঁটে আসি মদিনা মুনাওয়ারার অলিগলিতে। যেখানে আছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে গড়া সোনার মানুষদের পবিত্র পদচারণা।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বলেন, 'আমরা যখন মদিনায় আসি, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমি ও সাদ বিন রাবিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। সাদ বিন রাবি আমাকে বলেন, "আমি মদিনার ধনাঢ্য লোকদের অন্যতম। আমার মোট সম্পদের অর্ধেক আমি আপনাকে দিয়ে দেবো। আর আমার দুই স্ত্রীর কাকে আপনার পছন্দ হয় দেখুন। তাকে আমি আপনার জন্য পরিত্যাগ করব। ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে আপনি তাকে শাদি করবেন।"' আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, 'আমার এসবের দরকার নেই। এখানে কী কোনো বাজার আছে, যেখানে ব্যবসা করা যায়?' সাদ ﷺ বলেন, 'কাইনুকার বাজার আছে তো।'[৪৫]

এই ঘটনায় আছে অনেক শিক্ষণীয় নিদর্শন। প্রথমত, সাদ ﷺ আর্থিক দৈন্য ও সম্পদ-স্বল্পতার অজুহাত দেখাননি। বরং তিনি নিজ থেকেই বললেন, 'আমি

....

৪৫. সহিহুল বুখারি : ২০৪৮।

আনসারদের ধনাঢ্য লোকদের অন্যতম।' এখানে তিনি কোনো ধরনের দ্বিধা ও প্রতারণা ছাড়াই নিজের যাবতীয় সম্পদ পেশ করেছেন। বরং আপন ভাইয়ের কল্যাণের লক্ষ্যে বেশ ভালোবাসা ও আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। আবার 'আমি বিত্তবান' এতটুকু বলেও তিনি থেমে যাননি। নিজের সম্পর্দের আধিক্য ও প্রাচুর্যের কথাও জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্পদের অর্ধেক ভাইকে দিয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন—'আমার মোট সম্পদের অর্ধেক আমি আপনাকে দিয়ে দেবো।' তাকে কর্জে হাসানা দেবেন বলেননি কিংবা হাতে গুঁজে দেননি অল্প কিছু টাকা অথবা কারও ঠিকানা দিয়ে বলেননি, অমুকের কাছে যান।

পরিশুদ্ধ ভ্রাতৃত্ব ও কুরবানির চেতনায় সাহাবিদের হৃদয়গুলো কত সমৃদ্ধ ছিল!

এ তো গেল সম্পদের কথা। এবার আসি স্ত্রীর প্রসঙ্গে। স্ত্রী তো তাঁর ভালোবাসারই অংশ। কিন্তু তিনি আল্লাহর ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দিলেন।

কত সুন্দর ভ্রাতৃত্বের এই অনুপম বন্ধন!

কী অপূর্ব এই মিলন!

কী সুগভীর আত্মমর্যাদাবোধ!

অপরের সম্পদের প্রতি এ কেমন নির্লোভ মানসিকতা!

আব্দুর রহমান ﵁ হালাল রিজিকের সন্ধানে ছুটলেন একজন সাচ্চা মুমিন কর্মজীবীর মতো। কারও ওপর বোঝা হয়ে থাকা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন।'

অভিযাত্রা - ২৬

মূর্খ আলিম কারা?

জনৈক খ্যাতিমান মুসলিম মনীষী তার জীবনের বাস্তবতা ও ইমানি সফরের এমন এক খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন, যাতে এই দ্বীনের মর্যাদা ও আত্মগরিমা নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।

আবু ইসমাইল আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-হারাওয়ি ﷺ বলেন, 'আমাকে পাঁচ পাঁচ বার তরবারির সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু একবারও আমাকে বলা হয়নি, আপনি আপনার মত পরিবর্তন করুন। বরং আমাকে বলা হতো, আপনার বিরোধীদের ব্যাপারে মুখ খুলবেন না। আমি বলতাম, আমি চুপ থাকতে পারব না।'[৪৬]

বর্তমানে অধিকাংশ আলিমকেই তো কিছু বলা হচ্ছে না। তবুও শয়তান তাদেরকে সংশয় ও সন্দেহে নিপতিত করছে। অথচ তাদেরকে তলোয়ার কিংবা চাবুকের নিচেও দাঁড়াতে হচ্ছে না। নিশ্চয় এটি বড় মূর্খতা ও দুর্বলতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾

'মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে, যে এক প্রান্তে (সন্দেহের মধ্যে) থেকে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তার ভালো কিছু হয়, তাহলে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যদি তার ওপর কোনো পরীক্ষা এসে পড়ে, তাহলে সে নিজের মুখের ওপর (আগের কুফরি অবস্থায়)

....

৪৬. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১১৮৪/৩।

ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই হারায়। এটাই হলো প্রকাশ্য ক্ষতি।'[৪৭]

হে ভাই!

কবে নামবে তুমি দাওয়াহর কাজে? এখন তো দাওয়াহর নতুন নতুন কত পথ ও পদ্ধতি বের হয়েছে।

তালিবুল ইলম

চলো দরসের আসন ছেড়ে; এবার একটু ঘুরে আসি। আমরা দুজন বিখ্যাত আলিমের সঙ্গে কথা বলব তাদের ইলমি সফর নিয়ে। ইলমে নববি হাসিলের উদ্দেশ্যে তাদের সেই দীর্ঘ সফরগুলো কেমন ছিল? ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শঙ্কাকে দুপায়ে দলে মাইলের পর মাইল তারা কীভাবে ছুটে যেতেন—তা-ই আমরা জানব।

আবু হাতিম রাজি ﵀ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস শেখার জন্য পদব্রজে সফর করতেন। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি এক হাজার ফরসখ (৫,০০০ কি.মি.) পায়ে হেঁটেছি। তারপর হিসাব করা ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বাহরাইন থেকে মিসর, মিসর থেকে রমলা এবং রমলা থেকে তারাতুস পায়ে হেঁটে সফর করেন। একবার বসরায় তার হাতে থাকা অর্থকড়ি ফুরিয়ে যায়। ফলে তিনি তার জামা-কাপড় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। অবশেষে তাও ফুরিয়ে গেলে তিনি দুদিন উপোস করেন।[৪৮]

ইমাম হাফিজ মুহাম্মাদ বিন তাহির আল-মাকদিসি ﵀ ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর দীর্ঘ সফরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'ইলমে হাদিস অর্জনের সফরে আমি দুই বার রক্ত-পেশাব করেছি। একবার বাগদাদে আরেকবার মক্কায়। রক্ত-পেশাবের কারণ হলো, আমাকে খালি পায়ে প্রচণ্ড গরমে তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলতে হতো। গরমের তীব্রতা আমার শরীরে বিরূপ প্রভাব ফেলত। ইলমে হাদিস অন্বেষণ করতে গিয়ে কেবল একবার আমি বাহনে চড়েছি। আর কখনো চড়িনি। সফরকালে কিতাব-পত্র নিজের পিঠেই বহন করতাম। শহরে বসতভিটা করার আগ পর্যন্ত আমি এভাবেই ছিলাম।'[৪৯]

....

৪৮. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ৫৬৭/২।
৪৯. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১২৪৩/৩।

শরয়ি ইলম অর্জনের এই সফর অত্যন্ত কষ্টকর ও সময়সাধ্য। ইমাম সুফইয়ান সাওরি ﷺ এই ইলমের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'নবুওয়তের পরে ইলমের চেয়ে অধিক উত্তম কিছুর কথা আমি জানি না।'

কোথায় সেই ইলমে শরিয়াহর ধারক-বাহকগণ—যে ইলম অর্জনের ব্যাপারে আজ অধিকাংশই উদাসীন!

دَبَبْتَ لِلْمَجْدِ وَالسَّاعُوْنَ قَدْ بَلَغُوْا

جَهْدَ النُّفُوْسِ وَأَلْقَوْا دُوْنَهُ الأُزُرَا

وَكَابَرُوْا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ

وَعَانَقَ المجدَ مَنْ أَوْفَى وَمَنْ صَبَرَا

لَا تَحْسِبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ

لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا

'বিপুল উদ্যম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাধকরা পৌঁছে গেছে সাফল্যের স্বপ্নচূড়ায়। আর অলস তুমি এখনো হামাগুড়ি দাও অস্থিহীন পোকার ন্যায় আর স্বপ্ন দেখো মর্যাদার সুউচ্চ শিখরের! কুঁড়েরা সাধনা করেনি মর্যাদা লাভের জন্য। অধিকাংশই প্রকাশ করেছে বিরক্তি ও অনীহা। সাফল্য তো কেবল তারই পদচুম্বন করে যে পরম ধৈর্যের সঙ্গে অব্যাহত রাখে পূর্ণ প্রচেষ্টা। মনে করো না, সাফল্য গাছের ডালে ঝুলন্ত কোনো ফল—পেড়েই তা খেয়ে ফেলবে। সাধনার তিক্ততা ব্যতীত সাফল্যের মিষ্টতার আশা করো না।'

অভিযাত্রা - ২৮

অনুপম ধৈর্য

পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষা বৈ কিছু নয়। দুঃখ-দুর্দশাই এই জীবনের নিত্য সঙ্গী। যে বান্দা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে এবং মুসিবতে সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে, কেবল সে-ই মুক্তি পায় জীবনের অন্তহীন তিক্ততা ও সংকীর্ণতা থেকে।

জীবন নিয়ে আজ চারদিকে হতাশা ও অসন্তুষ্টির হাহাকার। চারপাশের পরিচিত পরিবেশ থেকে পাওয়া যাবে সান্ত্বনা কিংবা কোনো আশার বাণী। তাই চলো সোনালি অতীত পানে। একটু দেখে আসি, মুসিবতের সময় আমাদের সালাফের অবস্থা কেমন হতো। কীভাবে তারা পাড়ি দিতেন দুঃখভরা মুহূর্তগুলো।

একবার আলি ﷺ দেখলেন, আদি বিন হাতিম ﷺ বেশ বিষণ্ন হয়ে আছেন। তিনি বললেন :

- আদি! কী হলো তোমার? তোমাকে অমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?
- কী করব, আমার সন্তানরা শহিদ হয়ে গেছে আর আমি চোখ হারিয়ে ফেলেছি!
- হে আদি! যে বান্দা আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, সে পুরস্কৃত হয়। আর যে আল্লাহর ফায়সালায় অসন্তুষ্ট হয়, তার আমল বরবাদ হয়ে যায়।[৫০]

একবার উরওয়াহ বিন জুবাইর ﷺ তাঁর ছেলে মুহাম্মাদকে নিয়ে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আমন্ত্রণে তার মেহমান হন। মুহাম্মাদ দেখতে বেশ সুদর্শন ছিলেন। একদিন তিনি কারুকর্ম করা জামা গায়ে খলিফার দরবারে

....

৫০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসাইব : ২০৫।

প্রবেশ করেন। তাঁর দুটো বেণি ছিল। তিনি সেগুলো নাড়াচ্ছিলেন। খলিফা তাকে দেখে বলে ওঠেন, 'কুরাইশের যুবকরা এমনই হয়ে থাকে।' তার ওপর ওয়ালিদের বদনজর লেগে যায়। তিনি অনেকটা ঘোরের ভেতর দরবার থেকে বেরিয়ে যান এবং বেখেয়ালে আস্তাবলে প্রবেশ করেন। সহসা তিনি ঘোড়ার ঝাঁকের মাঝে পড়ে যান এবং পদাঘাতে পিষ্ট হতে হতে অবশেষে মারা যান।

এদিকে উরওয়ার এক পায়ে দুষ্টক্ষত দেখা দেয়। ওয়ালিদ দ্রুত ডাক্তারদের ডেকে পাঠান। তারা পরামর্শ দেন, যদি এই পা কেটে ফেলা না হয়, তবে পুরো শরীরে এই ক্ষত ছড়িয়ে পড়বে এবং পরিণামে রোগী মারা যাবে। সব শুনে উরওয়াহ সায় দেন। ডাক্তাররা ছুরি দিয়ে পা কাটতে লেগে যায়। ছুরি যখন হাড় স্পর্শ করে, তাঁর মাথা বালিশে হেলে পড়ে। সহসা তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর হুঁশ ফিরে আসে। তাঁর কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরতে থাকে। আর তিনি বারবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলতে থাকেন। অপারেশন শেষে তিনি নিজের সদ্য কর্তিত পা'টি হাতে নেন এবং সেটিকে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, 'সে সত্তার কসম, যিনি তোমার ওপর আমার ভার চাপিয়েছিলেন, তিনি ভালোভাবেই জানেন, আমি তোমার ওপর ভর দিয়ে হেঁটে কখনো কোনো হারামের দিকে যাইনি, কোনো গুনাহের পেছনে ছুটিনি, আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে চলিনি। তারপর তাঁর নির্দেশে পা'টিকে ধুয়ে, আতর লাগিয়ে, কাফন পরিয়ে মুসলমানদের কবরস্থানের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ওয়ালিদের কাছ থেকে উরওয়াহ মদিনার দিকে ফিরে এলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর প্রতি সমবেদনা জানাতে আসে। তিনি কেবল এই আয়াত পড়তে থাকেন :

﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾

'আমরা তো এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'[৫১]

....

৫১. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৬২।

এর অতিরিক্ত এ ব্যাপারে তিনি একটি বাক্যও বলেননি। তিনি বলেন, 'আমি মদিনায় প্রবেশ করব না। কেননা, আমার বিপদে দুশমনরা আনন্দিত হবে আর (সবরের) নিয়ামত দেখে হিংসুকরা হিংসা করবে।' এই বলে তিনি উকাইক নামক জায়গায় অবস্থিত তাঁর প্রাসাদের দিকে রওনা হন। মহলে প্রবেশ করতেই ইসা বিন তালহা তাঁকে বলেন, 'আপনার মুসিবত দূরীভূত হোক! আপনি আমাদের সেই ক্ষতটি দেখান।' উরওয়াহ ﵀ পায়ের কাপড় সরান। সব দেখে ইসা বলে ওঠেন, 'আল্লাহর কসম! আপনাকে তো আমরা কুস্তিগির গণ্য করতাম না। আপনার সবকিছুই তো আল্লাহ হিফাজত করেছেন। আকল, জিহ্বা, কান, চোখ, দুই হাত এবং এক পা—এসবের কিছুই তো আপনি হারাননি।' উরওয়াহ বলেন, 'তোমার মতো সান্ত্বনা আমাকে কেউ দেয়নি।'

ডাক্তাররা পা কাটার আয়োজন করার সময় উরওয়াহকে বলেছিল, 'আমরা কি আপনাকে (নেশাজাতীয়) কিছু খাওয়াব, যাতে আপনি কাটার সময় ব্যথা অনুভব করতে না পারেন।' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আরে, আল্লাহ আমার সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন, আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব নাকি?'[৫২]

মাসলামা বিন মুহারিব ﵀ বলেন, 'উরওয়াহ বিন জুবাইর ﵀-এর পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার ফলে এক পা কেটে ফেলতে হয়। কিন্তু সেই রাতেও তিনি তাঁর (তাহাজ্জুদ ও অজিফা) আমল ছেড়ে দেননি। কাটা পা নিয়ে আমল করতে কেউ তাঁকে বাধাও দেয়নি।'[৫৩]

মুসলিম ভাই আমার!

গত রাতে কি তুমি তাহাজ্জুদ পড়েছিলে? তোমার অজিফা আদায় করেছিলে? তুমি তো সুস্থ আছ তাই না! তোমার পা তো কাটা হয়নি!

....

৫২. উদ্দাতুস সাবিরিন : ১২৫।
৫৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৮৬/২।

অভিযাত্রা - ২৯

একটি ভুলে যাওয়া ফরজ

ফিতনা ও নৈরাজ্য দিন দিন বেড়েই চলছে। হারামকে মানুষ দেদারসে হালাল বানিয়ে নিচ্ছে। পাবলিক প্লেস ও ক্লাবগুলোতে এর প্রকোপ খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ

'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন নিকৃষ্ট লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড় ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।'[৫৪]

প্রিয় ভাই!

আমার সাথে চলো। তোমাকে নিয়ে যাব সুদূর অতীতে। প্রাণভরে দেখব সেই সব আলোকিত মানুষের প্রদীপ্ত বিচরণ, যারা ফিতনা থেকে থাকতেন বহু দূরে; যারা দুপায়ে পিষে ফেলতেন প্রবৃত্তির যত চাহিদা; বিরত থাকতেন যাবতীয় মন্দকর্ম থেকে। মুমিনদের অনুসৃত পথ ধরে তারা যাত্রা করতেন জান্নাত অভিমুখে।

নাফি ﵀ বলেন, 'একবার ইবনে উমর ﵄ বাঁশির আওয়াজ শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কানে আঙুল দিয়ে রাস্তার একপাশে সরে যান। তারপর আমাকে বলেন, "হে নাফি! তুমি কি এখন কিছু শুনতে পাচ্ছ?" আমি বলি, "নাহ। কিছুই শোনা যাচ্ছে না।" তিনি কান থেকে আঙুল সরিয়ে বলেন, "একবার আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি হঠাৎ এমনই এক আওয়াজ শুনেন এবং ঠিক তা-ই করেন, যেমনটা আমি করেছি।"'[৫৫]

---

৫৪. সহিহুল বুখারি : ৫৫৯০।

৫৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯২৪।

আজকাল তুমি অনেককেই দেখবে এমন মজলিসে বসে আছে, যেখানে গান-বাজনা চলছে। কিন্তু সে নিষেধ করছে না। আবার কাউকে দেখবে ধূমপায়ীর সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে, কিন্তু তাকে কিছু বলছে না। এভাবে অসংখ্য গুনাহ ও নাফরমানি সংঘটিত হচ্ছে আমাদের চতুর্দিকে। কিন্তু সবাই নির্বিকার।

মহিলারা বিয়ের অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন আসরে কত গর্হিত কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখে। কিন্তু কেউ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তাই আজ সর্বত্রই পাপ ও নৈরাজ্যের অবাধ বিস্তার। আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ফরিজা তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের যে ফরজ দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে রয়েছে, তা পালন না করার কারণেই আজ সমাজের এই অবস্থা।

অভিযাত্রা - ৩০

গাসিলুল মালাইকা

আজ আমরা এমন এক ব্যক্তির গল্প শুনব, যিনি বাসর রাতে নববধূর ঘরে গিয়েছিলেন। তাকে অভিবাদন জানিয়ে পাশে বসে গল্প করছিলেন। তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছিলেন। সহসা তিনি শত্রুর আওয়াজ শুনতে পেলেন। মুহূর্তেই তাঁর চেতনায় যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি স্ত্রীকে পেছনে ফেলে শয়নকক্ষ ত্যাগ করলেন। সেই যে বের হলেন, আর ফেরা হলো না তার কাছে। জিহাদের ময়দানে তিনি চুমুক দিলেন শাহাদাতের পেয়ালায়।

তিনি হলেন প্রখ্যাত সাহাবি হানজালা বিন আবু আমির ﵁। 'গাসিলুল মালাইকা' ছিল তাঁর উপাধি।

ইবনে ইসহাক তার কিতাব 'মাগাজি'তে বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন হানজালা বিন আবু আমির আল-গাসিল ﵁ আবু সুফইয়ানের মুখোমুখি হন। তিনি যখন আবু সুফইয়ানকে ধরাশয়ী করে তার ওপর চড়ে বসেন, শাদ্দাদ বিন শাউব তাঁকে দেখে ফেলে। তিনি আবু সুফইয়ানকে হত্যা করার ঠিক আগ মুহূর্তেই শাদ্দাদ তাঁর ওপর তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে শহিদ করে দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ صَاحِبَكُمْ تَغْسِلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَاسْأَلُوْا صَاحِبَتَهُ

'তোমাদের সঙ্গী হানজালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছে। তাঁর স্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করো।'

স্ত্রী জানান, রণহুংকার শুনে তিনি গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لِذٰلِكَ غَسَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

‘তাই তো ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিচ্ছে।’[৫৬]

হানজালা ﵁ দুনিয়ার সুখ-আহ্লাদকে ছুড়ে ফেলেছিলেন। স্ত্রীর সান্নিধ্য ও ভালোবাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জিহাদের ময়দানে।

বর্তমানে কোনো যুবককে যখন দূরের কোনো গ্রামে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যেখানে দ্বীনি খিদমতের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তখন তুমি দেখবে সে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিজের শহর ছেড়ে না যেতে। যেন সে এখনো মায়ের দুধ ছাড়েনি।

ওরাও মানুষ আর এরাও মানুষ—অথচ চিন্তায় কত বিশাল পার্থক্য!

অভিযাত্রা - ৩১

সন্তানের পরিচর্যা

সন্তান-সন্ততি সবার আদরের ধন, কলিজার টুকরো। তারাই জাতির ভবিষ্যৎ কান্ডারি। আল্লাহ তাআলা সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিচর্যায় শিথিলতা প্রদর্শনের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে নির্দয় ও কঠোর ফেরেশতারা। তারা আল্লাহর নিদর্শন অমান্য করে না এবং যা করার নির্দেশ পায় তা-ই করে।'[৫৭]

তাওহিদ ও রিসালাতের স্বীকৃতির পর এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চলো সোনালি অতীত পানে। দেখে আসি উম্মতের সালাফের অবস্থা। তারা সন্তানদের সালাত শিক্ষা দেয়ার জন্য কেমন উদ্যোগ নিতেন। সন্তানরা সালাত পড়ছে কি না, কীভাবে তদারকি করতেন।

আবু দারদা ﵁ তাঁর সন্তানকে বলতেন, 'প্রিয় বৎস! মসজিদ যেন তোমার ঘর হয়। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ الْمَسَاجِدَ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ، فَمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بَيْتَهُ ضَمِنَ اللهُ لَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ

....

৫৭. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৬।

'মসজিদ মুত্তাকিদের ঘর। আর মসজিদ যার ঘর হবে, আল্লাহ তাআলা তার সুখ, শান্তি ও রহমতের জামিন হবেন। তাকে পুলসিরাত পার করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নেবেন।'[৫৮]

আব্দুর রাজ্জাক ﷺ মুজাহিদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক সাহাবিকে আমি বলতে শুনেছি, যাকে আমি বদরি সাহাবি হিসেবেই জানি, তিনি তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে সালাতে শরিক হতে পেরেছ?' সে বলে, 'হাঁ, পেরেছি।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, 'তাকবিরে উলা পেয়েছ?' সে বলে, 'না, পাইনি।' তিনি বলেন, 'তুমি যা হারিয়েছ, তা কৃষ্ণবর্ণ চোখবিশিষ্ট একশত উটনীর চেয়েও মূল্যবান।'[৫৯]

জাহাবি ﷺ মাওয়ান থেকে, তিনি ইয়াকুব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ান শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করার জন্য তার ছেলে উমরকে মদিনায় পাঠান। সালিহ বিন কাইসানকে লিখে পাঠান তিনি যেন ছেলেটির দেখাশোনা করেন। সালিহ ﷺ সালাতের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন। একদিন উমর বিন আব্দুল আজিজের নামাজে আসতে দেরি হয়ে গেল। সালিহ বিন কাইসান কৈফিয়ত তলব করেন, 'দেরি হলো কেন?' উমর উত্তর দেন, 'দাসী চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল।' তিনি বলেন, 'চুল চিরুনি করার মতো একটি তুচ্ছ কাজের প্রভাব নামাজের ওপর গিয়ে পড়েছে!' তারপর পুরো বিষয়টি পিতা আব্দুল আজিজকে লিখে জানান। তিনি একজন দূত পাঠান। সে এসে কোনো কথা না বলেই উমরের মাথা কামিয়ে দেয়।[৬০]

আজকাল শিশুদেরও প্রহার করা হয়। তবে তা তুচ্ছ বিষয়গুলোর জন্য। এদিকে মসজিদগুলো বরাবরই তরুণ মুসল্লিদের উপস্থিতি-স্বল্পতার অভিযোগ করে যাচ্ছে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন, সালাতে গড়িমসি করা এসব তরুণের অবস্থা পরিণত বয়সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!

....

৫৮. আজ-জুহদ লিহান্নাদ, হাদিস নং ৯৫২।

৫৯. আল-মুসান্নাফ লি-আব্দির রাজ্জাক, হাদিস নং ১৯৫৪।

৬০. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১৬/৫।

অভিযাত্রা - ৩২

তাবুক অভিযান

প্রিয় ভাই!

নিশ্চয় বইটি পড়তে তোমার ভালো লাগছে। এবার আমরা যাত্রা করব সোনালি যুগের মদিনা মুনাওয়ারা অভিমুখে। প্রচণ্ড গরম পড়ছে। সূর্য যেন পৃথিবীর অনেক কাছে এসে অগ্নি বর্ষণ করছে। ধেয়ে আসছে মরুর তপ্ত লু হাওয়া। উষ্ণ মরুঝড় সাইমুমের উপদ্রব বেড়ে গেছে। সেদিন এমনই ছিল মদিনার প্রকৃতি। গাছে গাছে খেজুর পাকতে শুরু করেছে। গ্রীষ্মের দাবদাহ ও রৌদ্রের খরতাপে বৃক্ষগুলো বিস্তার করছে লোভনীয় ছায়া। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনগণ এই পরিস্থিতিতেও প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাবুক অভিযানের।

﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

'হালকা ও ভারী (সবল ও দুর্বল) উভয় অবস্থায় অভিযানে বেরিয়ে পড়ো এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণ, যদি তোমরা জানতে।'[৬১]

আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা ও মাগফিরাতের নিয়ামত দান করেন। কুরআন মাজিদে এসেছে :

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾

'নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা (তাবুক অভিযানকালে) সংকটের সময়ে তাঁর অনুসারী হয়েছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহশীল হয়েছেন।'[৬২]

---

৬১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৪১।
৬২. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১৭।

ইবনে কাসির ﷺ এই আয়াতের তাফসিরে লেখেন, মুজাহিদ ﷺ-সহ অনেক মুফাসসির বলেন, 'আয়াতটি তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে। তারা চরম দুঃখ-দুর্দশার সময় এই অভিযানে বের হন। খরার মৌসুম, প্রচণ্ড গরম, অর্থ ও পাথেয়ের সংকট—সব মিলিয়ে তাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছিল এক কঠিন পরিস্থিতি।

কাতাদা ﷺ বলেন, 'তাবুক অভিযানের বছর তারা শাম অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। তাদের কত কষ্ট হয়েছিল, তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। এই সফরে তাদেরকে অনেক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এমনকি আমাদের বলা হয়েছে, তারা একটি খেজুরকে দুজনে ভাগ করে খেয়েছেন। তারা পালাক্রমে খেজুরটি মুখে দিতেন। একজন কিছুক্ষণ চুষে পানি পান করতেন। তারপর অপর জনও সেটি মুখে পুরে চুষতেন এবং পানি পান করতেন। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং অভিযান থেকে ফিরে আসার অনুমতি দেন।

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'তীব্র গরমের মৌসুমে আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাবুক অভিযানে বের হলাম। পথে আমরা এক জায়গায় থামলাম। সেখানে আমাদের এত বেশি তৃষ্ণা পেল যে, আমাদের মনে হচ্ছিল আমাদের গর্দান ভেঙে পড়ে যাবে। অবস্থা এমন দাঁড়াল, আমাদের কেউ পানির খোঁজে গেলে সে অতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসত না, যতক্ষণ না তার মনে হতো তার গর্দান ভেঙে যাচ্ছে। অবশেষে সে তার উট জবেহ করত এবং পাকস্থলিতে অবশিষ্ট খাদ্য নিংড়িয়ে পানি বের করে পান করত আর যা বাকি থাকত, তা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখত।

মুসলিম ভাই আমার!

আজকাল তো পরিস্থিতি তেমন প্রতিকূল নয়। কষ্ট-কাঠিন্যও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবু আজ কাজের লোকের বড়ই অভাব। ধৈর্যশীল দায়ির দেখা মেলা বড়ই দুষ্কর।

অভিযাত্রা - ৩৩

জান্নাতের পথে যাত্রা

আনাস ﵁ বলেন, 'বদর যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের বললেন :

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

"চলো সেই জান্নাত অভিমুখে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান।"

সাইয়িদুনা উমাইর বিন হুমাম আনসারি ﵁ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, (نَعَمْ) "হাঁ।" উমাইর বললেন, "বাহ, বাহ!!!" রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন :

مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟

"তুমি বাহ বাহ বললে কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আর কিছু নয় হে আল্লাহর রাসুল! আমি এই আশায় বলেছি যে, সে জান্নাতিদের আমিও একজন হব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হলো :

فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا

"তুমি তো সেই জান্নাতিদের দলেই পড়েছ!"

এ কথা শুনে তিনি তূণীর থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এই খেজুরগুলো খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি—এ তো অনেক লম্বা জিন্দেগি!" এই বলে তিনি সবগুলো খেজুর ছুড়ে ফেললেন এবং কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।'[৬৩]

....

৬৩. সহিহ মুসলিম : ১৯০১।

প্রিয় পাঠক ভাই!

বিশ্বাসের দৃঢ়তা, দুনিয়ার তুচ্ছতার উপলব্ধি এবং আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত সুখময় জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা সাইয়িদুনা উমাইর বিন হুমাম ﵁-কে পরিশুদ্ধ এক অনুভূতি উপহার দিয়েছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল সময়ের চাকা খুবই ধীরে ঘুরছে। মুহূর্তগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। সময়ের অসহনীয় দৈর্ঘ্য তাঁর জান্নাতে প্রবেশ বিলম্বিত করছে। তাই তিনি হাতে থাকা খেজুরগুলো ছুড়ে ফেললেন। তারপর ছুটে গেলেন জান্নাতের উন্মুক্ত রাজতোরণ শাহাদাত পানে। এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর জীবন-স্বপ্নের চূড়ান্ত পর্যায়।

আর তুমি?

তুমি কোনদিকে রওনা হয়েছ?

কী তোমার জীবন-স্বপ্ন? কোথায় তোমার আখেরি মনজিল?
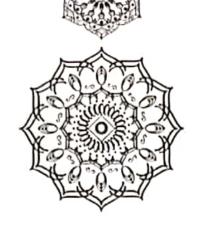
শেষ কথা

মুসলিম ভাই আমার!

এই বইয়ে তুমি অনেকগুলো অভিযাত্রায় অংশ নিয়েছ—বেশ আনন্দঘন সময় পার করেছ। মুবারক সফরগুলো নিশ্চয় তোমার মনে দাগ কেটেছে। কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠের লক্ষ্য এটি নয়। বরং লক্ষ্য হলো, তোমার চেতনাকে নাড়া দেয়া; সংকল্পগুলোকে ছড়িয়ে দেয়া এবং দ্বীনের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা।

এবার আমরা দেখব, তোমার অভিযাত্রা। তোমার একটি অভিযাত্রা চাই নিজেকে সংশোধনের জন্য। আরেকটি তোমার বাড়ির সংস্কারের জন্য। তৃতীয়টি তোমার সহপাঠীদের দাওয়াহর জন্য। চতুর্থটি... পঞ্চমটি... প্রতিটি অভিযাত্রাই আবর্তিত হবে দ্বীনের কল্যাণকে কেন্দ্র করে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে, তোমাকে এবং সবাইকে দ্বীনের মহান পতাকাবাহীদের মুবারক মিছিলে শামিল করুন। আমাদের সকল কাজে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। (আমিন)

আরব-বিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের এক অনন্য সাধারণ উপহার '*চলো সোনালি অতীত পানে*'। মূল আরবি নাম 'ইনতালিক বিনা' (إِنْطَلِقْ بِنَا)। স্বল্প পরিসরের ব্যতিক্রমধর্মী এই বইয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন হাদিস ও ইতিহাসের এক ভিন্নধর্মী পাঠশালা। সিরাত, সালাফের জীবনকথা ও ইতিহাসের সুবিশাল সিন্ধু থেকে দুঃসাহসী ডুবুরির মতো বের করে এনেছেন অমূল্য সব মণিমুক্তো। জীবন-প্রাসাদে সেই রত্নগুলো কীভাবে সাজাতে হবে তার প্যাটার্নটিও তিনি এঁকে দিয়েছেন দক্ষ চিত্রকরের মতো।

শাইখের সুখপাঠ্য গদ্য, সুগঠিত ভাষাশৈলী, প্রামাণ্য বক্তব্য, অভিনব উপস্থাপনা ও ভাবনাঋদ্ধ বিষয়বৈচিত্র্য আপনাকে চুম্বকের মতো ধরে রাখবে বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। পুরো বইটি মোট ৩৩ টি পর্বে বিন্যস্ত। প্রতিটি পর্বকে তিনি একেকটি অভিযাত্রা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি অভিযাত্রা পড়ার সময় আপনার মনে হবে লেখকের হাত ধরে আপনি সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেছেন সুদূর অতীতে—সালাফের পুণ্যময় যুগে। খুব কাছ থেকে অবলোকন করছেন তাঁদের কর্মমুখর জীবন। আর লেখক তাঁদের জীবনধারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন হাতে-কলমে। কখনো তুলনা করছেন উভয় যুগের মন-মানস। দুইয়ের মাঝে টানছেন সুস্পষ্ট পার্থক্য-রেখা।

এই প্রাণবন্ত আলোচনা আপনার সামনে মেলে ধরবে সালাফের সাফল্যভরা জীবনের নিখুঁত মানচিত্র। সব সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আলোর পথে যাত্রা করার একরাশ প্রেরণা দোলা দিয়ে যাবে আপনার হৃদয়ে। সালাফের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এই সরোবরে অবগাহন করতে চলুন ভেতরে...